pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

অল ইন্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম এর পরিচালনায়
মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র--

বফয়জে রুহানী

গওসুল আযম হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

সুলতানল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শাইখ আহমদ সেরহান্দী রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুজাদ্দিদে আযম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু

সার পারাস্ত

খতিবে আযম আল্লামা তাওসীফ রেজা খান বেরেলবী মাদ্দাজিল্লাহুল আলি

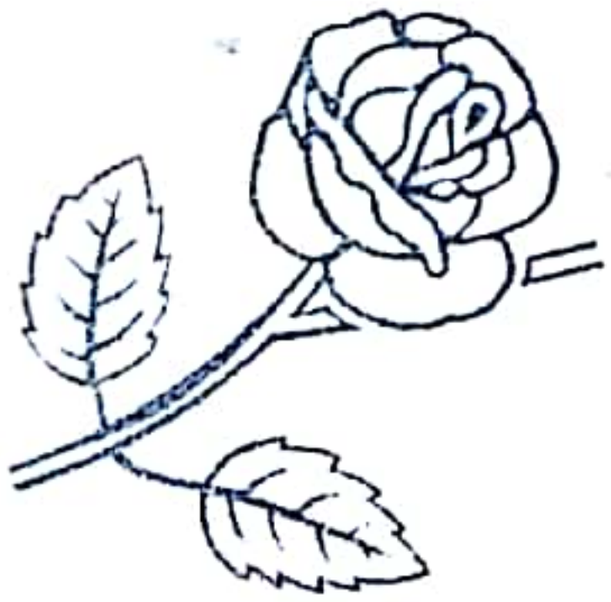

কালামে রাজা

মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখ্ সালাম
শাময়ে বাজমে হেদাইয়াত পে লাখুঁ সালাম
মাহরে চারখে নাবুয়াত পে রওশন দরুদ
গুলে বাগে রেসালাত পে লাখুঁ সালাম
শবে আসরা কে দুলহা পে দায়েম দরুদ
নাও শাহে বাজমে জান্নাত পে লাখুঁ সালাম
আরশ তা ফারশ হ্যাঁয় জিস কে ডিরে নাগিঁ
উসকি কাহেরে রিয়াসাত পে লাখুঁ সালাম
ফাতহে বাবে নাবুয়াত পে বেহাদ দরুদ
খাতমে দাওরে রেসালাত পে লাখুঁ সালাম
হাম গরিবু কে মক্কু পে বেহদ দরুদ
হাম ফাকিরু কি সারওয়াত পে লাখুঁ সালাম
শাফেয়ী মালেক আহমদ ইমামে হানিফ
চার বাগে ইমামত পে লাখু সালাম
গওসে আযম ইমামুত তুঁকা ওয়ান নুকা
শাল ওয়ায়ে শানে কুদরত পে লাখুঁ সালাম
কাশ মাহশার মে যব উঁনকি আমাদ হো আউর
ভেজেঁ সব উঁনকি শাওকাত পে লাখুঁ সালাম
মুঝ সে খিদমত কে কুদসী কাঁহে হাঁ রাজা
মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখুঁ সালাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

MOULANA
MUHAMMAD
TAUSEEF RAZA KHAN
Raza Nagar, 93 Saudagaran,
Bareilly Sharif
U.P. -243001 (INDIA)
Tel :(0581)478563,470485 Fax :474627,454059

نبیرۂ اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند
مولانا محمد توصیف رضا خاں
رضا نگر، ۹۳، سوداگران، بریلی شریف، یوپی ۲۴۳۰۰۱، انڈیا

نائب سجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف
...ab Sajjada Nasheen :
...HANQUAH-E-RAZVIA

آل انڈیا سنی جمعیۃ العوام
...sident :
...LL INDIA SUNNI
...AME-A-TUL AWAM

بانی و کنوینر
امام احمد رضا خان سنی مسلم ٹرسٹ دہلی
...under Trustee :
...MAM AHMAD RAZA KHAN
SUNNI MUSLIM TRUST,
DELHI

ناظم
مرکز اہلسنت دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف
...Manager :
...ARKAZ-E-AHLE SUNNAT
...ARUL ULOOM
MANZAR-E-ISLAM,
BAREILLY SHARIF

بانی
رضوی ڈپلومہ کورس
...nder :
...ZVI DIPLOMA COURSE

Ref No. ۲۸۶/۹۲ Date:

قالہ ماجد

نبیرۂ اعلیٰ حضرت راز دار شریعت مفکر اسلام حضرت العلام شاہ
الحاج مفتی محمد ریحان رضا خان ترجمان ملت عرف رحمانی میاں بریلوی
علیہ الرحمۃ کا قائم فرمودہ نیشنل سنی تنظیم آل انڈیا سنی
جمعیۃ العوام کے تحت علماء بنگال کی طرف سے مغربی بنگال میں
پہلی بار بزبان بنگلہ سہ ماہی رسالہ "سنی جگت"
دیکھنے کا موقع ملا۔ الحمد للہ ٹائٹل پیج پر گنبد رضا چمک رہا ہے
ناچیز کو معتبر طریقے سے معلوم ہوا کہ رسالہ کے مضامین بہت
جاندار و شاندار رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بنگال کے
سنی علماء کرام کو زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق رفیق
عطا فرمائے اور سنی جگت رسالہ کو تا دیر قائم رکھے
احباب اہلسنت سے پرزور اپیل ہے کہ خود ممبر بنیں
اور دوسروں کو بنائیں۔ آمین یا رب العلمین

فقط والسلام

فقیر محمد توصیف رضا خاں غفرلہ
خادم مرکز اہلسنت بریلی شریف

বাংলায় অনুবাদ-৪৪ পৃষ্ঠায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদকের কলমে

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

লাকাল হামদু ইয়া আল্লাহ আসসালাতু ওয়াস্সু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ

সিয়াম সাধনা

সিয়াম আরবী সওম হ'তে উৎপন্ন । যার অর্থ বিরত থাকা, বিরত রাখা । শারীয়তে ইহার অর্থ ইবাদতের উদ্দেশ্যে সোবেহ সাদেক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও ইন্দিয় তৃপ্তিরকর কার্য হ'তে বিরত থাকা । ইহাই রোজা, সিয়াম সাধনা।

মহান আল্লাহুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ । মানুষ আশরাফুল মাখ্লুকাত । আলমে খালক্ ও আলমে আমরের সমন্বয়ে সৃষ্টি মানুষ । অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে ইহা পরিদৃষ্ট নয় ।"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান ।"

সৃষ্টি সেরা মানুষকে খোদা নিজ নৈকট্যে ও বন্ধুত্বে বরণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি অতি পবিত্র তায় ভালবাসেন পবিত্রকে । দেহ আত্মার সমন্বয়ে মানুষ । খোদার বন্ধুত্ব লাভে চায় দেহ আত্মার পরিশুদ্ধতা পবিত্রতা । পবিত্র মনেই হয় পবিত্রের মিলন। পবিত্রতা অর্জনে সিয়াম সাধনা এক উত্তম পথ ও মাধ্যম। তায় কোরআনের চিরন্তন ফরামান সিয়াম সাধনে হয় "লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন" ।

সিয়াম সাধনায় ব্রতী মানুষ দেহকে পবিত্র করতে ইঞ্জিন রক্ষা কল্পে যেমন তুল্লি হ'তে মধ্যে মধ্যে ছাই ও অঙ্গার নিষ্কাশিত করা আবশ্যক হয় , ইঞ্জিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় সেরকমই পাকস্থলীর অজীর্ণ খাদ্য দ্রবাদি উপবাস দ্বারা পরিস্কার হয় ও বিশ্রাম দ্বারা সজীবতা ও নতুনত্ব লাভ করে ।

আত্মা পবিত্র করতে পানাহার হতে বিরত থাকা পশু প্রবৃত্তি দমনের সাহায়ক সিয়াম সাধনায় চলমান আমি পানাহার পরিত্যাগ করেছি, প্রবৃত্তির কূমন্ত্রনা থেকে বিরত থেকেছি, বিরত থাকব কুকর্ম কুচিন্তা হ'তে, হিংসা ও বিদ্বেষ হ'তে ঝগড়া ও মারামারী হ'তে, মিথ্যা প্রলোভন ও ধোকাবাজী হ'তে, তবেই মন পরিস্কার হয়ে খোদার ধ্যানে, খোদার স্মরণে নিমগ্ন হবে । এভাবে প্রবৃত্তি, রিপুর বশীভূত ও দাসত্ব হ'তে মুক্তি লাভ করে পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করবে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে আত্মশুদ্ধি লাভ করবে, পবিত্র হবে এবং মহা পবিত্রের বন্ধুত্ব লাভে ধন্য হবে । সার্থক হবে মানব জনম । ইহাই পবিত্র সিয়াম সাধন । আল্লাহ ও নবীর নির্দেশের রোজা পালন । যা যুগে যুগে করেছেন মুনি-ঋষি সাধু মহাজন, ওলি আওলিয়া নাবী রাসুলগণ ।

তবে সুখসয্যা অবহেলা অলসতা পরিত্যাগ করে নিরলস প্রচেষ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কৃচ্ছ সাধনে হয় ধন্য জীবন।

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে ?"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬ / ৯২

ত্রৈমাসিক ''সুন্নী- জগৎ''

ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

২য় বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা

রমদ্বান-শওয়াল - ১৪২৪ হিঃ নভেম্বর - ২০০৩ অগ্রহায়ণ - ১৪১০

❑ সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ❑
শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
❑ সহ - সভাপতি ❑
মাওলানা হাশিম রেজা নুরী
হাফিজ মোঃ মুস্তাকিম রেজবী
❑ সম্পাদক ❑
মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী
❑ সহ - সম্পাদক ❑
মোঃ শাফিকুল ইসলাম রেজবী
❑ সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ❑
মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী, মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী, মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী, মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী সাহেব, মুফতী তোফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওলানা হেলালুদ্দিন রেজবী, মাওলানা কাইউমুদ্দিন, মাওলানা আবু বাক্কার রেজবী, ডাঃ নাসিরুদ্দিন সাহেব
❑ সহযোগী সদস্যবৃন্দ ❑
মাওলানা মুয়াজ্জাম হোসাইন কাদেরী, মাওলানা আঃ রব কালিমী, ক্বারী ইসরাফীল রেজবী, মাওলানা মঈদুল ইসলাম, ক্বারী হায়াত আলী, মাওলানা জমিরুদ্দিন রেজবী, মোঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রেজবী, মাওলানা আমারুল ইসলাম, মাঃ ইয়াকুব আশরাফী, মাঃ নিজাম

❑ প্রধান কার্য্যালয় ❑
মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী
জালিবাগিচা নইমিয়া রেজবিয়া মাদ্রাসা,পোঃ ভগবানগোলা
জেলা মুর্শিদাবাদ, (পঃ বঃ), পিন-৭৪২১৩৫

অক্ষর বিন্যাস
মজুমদার প্রিন্টার্স
প্রোঃ প্রভাস মজুমদার
সিংঘীবাগান, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ ০৩৪৮৩-২৫৫৯৯২

সূচীপত্র

তাফসীরুল ক্বোরআন.....১
হাদিসে রাসুল.....৪
ফাতাওয়া বিভাগ..... .....৬
বে মেস্‌ল্ বাশার..... ... .১০
চর্তুদশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ.....১৫
শিক্ষা ও জাতীয় পত্রিকা.....১৯
বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিমদের অবদান..২১
নিজেকে জানা.....২৪
অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ৩য় খন্ড প্রসঙ্গে...২৬
দন্ত সুরক্ষা ঈমানের অঙ্গ.....২৮
ফযিলতে মাহে রমজান.....৩১
ইমানদার বাচ্চা.....৩২
পাঠকের কলমে.....৩২
খবরা খবর.....৩৩
কবিতা.....৩৫
জরুরী মাসায়েল (মিলাদ ও ক্বিয়াম).....৩৭
সিট ভাড়া.....৪০
মুসলিমরা আজ বিপদে কেন ?.....৪২
জানা অজানা.....৪৩
শুভেচ্ছা বার্তা (বাংলা অনুবাদ).....৪৪

মুদ্রণে ঃ বাপ্পা ষ্ট্যাম্প সেন্টার (সঞ্জয়), ফুলতলা কাজিনজরুল ইসলাম বাসষ্ট্যাণ্ড, জিয়াগঞ্জ, ফোন ঃ ০৩৪৮৩-২৫৬৮১৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাফসীরুল কোরআন

তাফ্সীর ঃ-
খাজাইনুল ইরফান
কৃতঃ-সাদরুল আফাযিল মাওলানা
সৈয়দ মহম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী
রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি

তরজমা-ই-ক্বোরআন
কানযুল ঈমান
কৃতঃ-আলা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাৎ
মাওলানা শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা বেরলবী
রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ ঃ আল্হাজ্ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরাজী অনুবাদ ঃ প্রফেসর শাহ্ ফরিদুল হক

প্রথম পারা
সূরা বাক্বারা

সূরা বাক্বারা মাদানী	৪র্থ আয়াত হ'তে ৭ তম আয়াত পর্যন্ত	মোট আয়াত-২৮৬ রুকু-৪০

আল্লাহ্র নামে.আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় ।
Allah in the name of the Most affectionate, The Merciful.

৪) এবং তারাই, যারা ঈমান আনে এর উপর যা, হে মাহবুব ! আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে (ক) আর পরলোকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে (খ) ।
4) And who believe in what has been sent down towards you, O beloved prophet ! and what has been sent down before you and are convinced of the Last Day.
৫))সে সব লোক তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে ।
5. They alone are on the guidance from their lord and they alone are the gainer.
৬) নিশ্চয় তারা, যাদের অদৃষ্টে কুফর রয়েছে (গ) তাদের জন্য সমান-চাই আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন কিংবা না-ই করুন । তারা ঈমান আনার নয় ।
6. Surely as to those who are destined to infidelity, It is alike whether you warn them or warn them not. They will never believe.
৭) আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোর উপর কানগুলোর উপর মোহর ছেপে দিয়েছেন আর তাদের চোখের উপর কালো-ঠুলী (আবরণ) রয়েছে (ঘ) এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি । (ঙ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

7. Allah has set a seal on their hearts and on their ears, and over their eyes there is a dark covering, and for them is great torment.

(১ম রুকু সমাপ্ত)

সংক্ষিপ্ত তাফ্‌সীর ঃ-

টীকা ঃ ক) এ আয়াতে 'আহলে কিতাব' বলে সে সব মু'মিনের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা নিজ নিজ কিতাব এবং পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব ও নবীগন (আলায়হিমুস সালাম) এর প্রতি আগত ওহীর উপর ঈমান এনেছে এবং ক্বোরআন পাকের উপর ও। আর "মা উনযিলা ইলায়কা" দ্বারা সম্পূর্ণ ক্বোরআন ও পূর্ণ শরীয়ত বুঝানো হয়েছে। (জুমাল)

মাসআলা ঃ ক্বোরআন পাকের উপর ঈমান আনা যেভাবে প্রত্যেক শরীয়তের বিধি নিষেধ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরয, তেমনি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা ও অপরিহার্য । আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যা নাযিল করেছেন, অবশ্য তন্মধ্যে যে সব বিধান আমাদের শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে সে গুলোর উপর আমল করা জায়েয নয় ; কিন্তু ঈমান রাখা বাঞ্চনীয় । উদাহরণ স্বরূপ, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে ' বায়তুল মুকাদ্দাস ক্বিবলা ছিলো । এর উপর ঈমান আনা তো আমাদের উপর অপরিহার্য : কিন্তু তদনুযায়ী আমল করা, অর্থাৎ নামাজের মধ্যে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো জায়েজ হবে না ; (কারন), তা রহিত হয়ে গেছে।

মাসাআলা ঃ ক্বোরআন শরীফের পূর্বে যা কিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর উপর মোটামুটি ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয-ই আইন এবং ক্বোরআন শরীফের উপরও । বিস্তরিত ভাবে ঈমান আনা 'ফরয-ই-কিফায়াহ' । কাজেই সাধারণ মুসলমানদের জন্য এর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা ফরয নয়, যখন তাদের মধ্যে এমনসব আলিম বর্তমান থাকেন, যাঁরা ক্বোরআন শরীফের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন ।

টীকা ঃ (খ) অর্থাৎ আখেরাত বা পরলোক এবং এতে যা কিছু রয়েছে, যেমন-প্রতিদান ও হিসাব নিকাশ ইত্যাদির উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা রাখে যে, তাতে বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ নেই । এতে আহলে কিতাব ও অন্যান্য কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যারা আখিরাত ও পরকাল সম্পর্কে ভ্রান্ত আকিদা পোষন করে ।

টীকা ঃ গ) আওলিয়া বা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরে শত্রুদের উল্লেখ করা হিদায়াতেরই অন্যতম হিকমত । কারণ, এ বিপরীত মুখী বর্ণনা থেকে প্রত্যেকের নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রকৃতি ও তার পরিণতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে ।

টীকা ঃ নুযুল ঃ এ আয়াত আবু জাহশানেলে ও আবু লাহাব প্রমুখ কাফির সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহর জ্ঞানে, ঈমান থেকে বঞ্চিত। এ জন্যই তাদের বেলায় আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা কিংবা না করা উভয়ই সমান ; তাদের ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হবে না । তবু ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়ি ওয়া সাল্লামের প্রচেষ্ঠা বৃথা যাবে না । কারণ, সাধারণতঃ রিসালাতের পদ-মর্যাদার দায়িত্ব হলো পথ প্রদর্শন করা, দলীল প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলা ঃ যদি ও জনসাধারণ হিদায়ত গ্রহণ না করে তবুও পথপ্রদর্শক তাঁর পথ প্রদর্শনের সাওয়াব পাবেন । এ আয়াতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অন্তরে শান্তনা দেয়া হয়েছে, যেন কাফিরগণ ঈমান গ্রহণ না করলে ও তিনি মর্মাহত না হন । তাঁর প্রচেষ্টাই হচ্ছে দ্বীনের পরিপূর্ণ দাওয়াত পৌছানো । এর প্রতিদান অবশ্যই মিলবে । বঞ্চিত তো ঐ হতভাগ্য লোকেরাই, যারা তাঁর আনুগত্য করেনি ।

কুফর ঃ আল্লাহর অস্তিত্ব কিংবা তাঁর একত্ববাদ অথবা কোন নবীর নবুয়ত কিংবা যে সমস্ত দ্বীনের অঙ্গ হিসেবে সুস্পষ্ট, সে সব বিষয় থেকে কোন একটা বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা এমন কোন কাজ করা, যা শরীয়ত মতে অস্বীকারেরই দলীল হয় তাই কুফর ।

টীকা ঃ (ঘ) সারকথা হলো-কাফিররা গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত যে, তারা সত্য দেখাশুনা এবং বুঝা থেকে এমনি ভাবে বঞ্চিত হয়ে গেছে যেমন কারো হৃদয় ও কানের উপর মোহর লেগেছে এবং চোখের উপর পর্দা ঢাকা পড়েছে ।
মাসআলা ঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দার কার্যাদি আল্লাহর ক্ষমতারই আয়ত্বাধীন ।

টীকা ঃ (ঙ) ঃ এতে বুঝা গেলো যে, হিদায়তের পথসমূহ প্রথম থেকেই তাদের জন্য বন্ধ ছিলো না, যাতে তারা কোন ওযর (অজুহাত) পেশ করার সুযোগ পেতো ; বরং তাদের কুফর, গোঁড়ামী, অবাধ্যতা, অধার্মিকতা, সত্যের বিরোধিতা এবং নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) এর প্রতি শত্রুতারই এটা পরিণাম । উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ চিকিৎসকের বিরোধিতা করে আর প্রাণ নাশক বিষ পান করে এবং তার জন্য ঔষধের মাধ্যমে উপকৃত হবার কোন উপায়ই না থাকে, তবে সে ব্যক্তিই তিরস্কারের উপযোগী ।

) = (

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস শরীফ

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
সাইদাপুর

কিতাবুস সেয়াম -

(১) হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্নিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন - যখন রমজান মাস আসে আসমানের দরজা সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। অপর বর্ননায় রহিয়াছে - বেহেস্তের দরজা সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোজখের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়। অপর বর্ননায় আছে - রহমতের দরজা সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়।

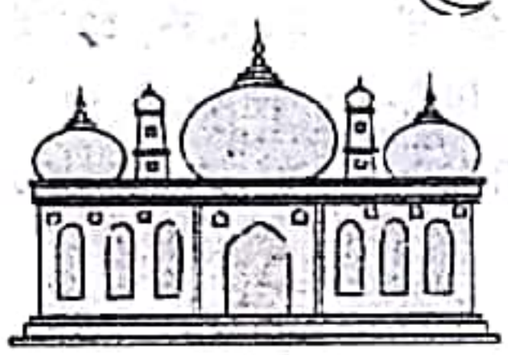

(বোখারী মুসলিম)

(২) হযরত আবু হোরায়রাহ হতে বর্নিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম - বলিয়াছেন - মানব সন্তানের সমস্ত নেক কর্ম বৃদ্ধি হইয়া থাকে, দশ গুন হইতে সাত শত গুন পর্যন্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন - রোজা ব্যতীত। কেননা, রোজা আমারই জন্য এবং আমিই উহার প্রতিদান দিব। সে আমারই জন্য আপন প্রবৃত্তি ও পানাহার পরিত্যাগ করিয়াছে।

রোজাদারের জন্য দুটি খুশিঃ- একটি ইফতাবের সময় এবং অপরটি পরওয়ারদেগারের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সময়।

নিশ্চয় রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের খোশবু অপেক্ষা ও অধিক সুগন্ধময়। রোজা হইতেছে মানুষের জন্য (দুনিয়াতে নফস ও শয়তান হইতে, আখেরাতে দোজখের আগুন হইতে রক্ষার) ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কাহার ও রোজার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থ গোলমাল না করে। যদি কেউ তাহাকে গালি দেয় অথবা তাহার সাথে ঝগড়া করিতে চায় সে যেন বলে - আমি রোজাদার।

(বোখারী মুসলিম)

ঃ সংক্ষিপ্ত ব্যাখা ঃ

প্রত্যেক ইাবদতই আল্লাহরই জন্য । তবে উহা লোক দেখানোর জন্য ও হইতে পারে যেমন নামহাজ, কিন্তু রোজা কেহ লোক দেখানোর জন্য করিতে পারে না কেননা গোপনে কিছু খাইতে একমাত্র আল্লার ভয় ছাড়া আর কিছুই তাহকে বাধা দেয় না । আর অন্য ইবদতে উদ্দেশ্য থাকে তাবেদারী, রোজার উদ্দেশ্য তাবেদারী এবং এসক্ ও মহব্বৎ।

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন - রোজা এবং ক্বোরআন আল্লাহর নিকট বান্দার জন্য শাফায়াত করিবে। রোজা আবেদন করিবে - হে পরওয়ার দেগার দিনের বেলায় আমি খাদ্য ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কার্য হইতে বিরত রাখিয়াছি সুতরাং তাহার ব্যাপারে আমার শাফায়ত কবুল করুন। ক্বোরআন বলিবে : আমি তাহাকে রাত্রে নিদ্রা হইতে বিরত রাখিয়াছি সুতরাং তাহার ব্যাপারে আমার শাফায়াত কবুল করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়াদি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন - রোজা রাখ তোমার চাঁদ দেখিয়া এবং রোজা ভঙ্গ কর চাঁদ দেখিয়া। যদি মেঘের কারনে উহা গোপন থাকে তবে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে।

(বোখরী মুসলিম)

সঃ ব্যাখাঃ- দেখিয়া মূলে "রূয়ত" শব্দ রহিয়াছে যার সাধারন অর্থ - চর্ম চোখে দেখা। যন্ত্রের সাহায্যে দেখা বা মেঘের কারনে গোপন চাঁদকে সাবেত করা শারীয়তে গ্রহন যোগ্য হইবে না। সেই রকমই পুঞ্জিকা, খবর, চিঠি, রেডিও, টেলিভিশন বা ফোনের সাহায্যে চাঁদের সত্যতা শারীয়তে গ্রহনীয় হইবে না।

(৫) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমার সাহরী খাইবে, কেননা সাহরীতে বরকত রহিয়াছে।

(বোখারী মুসলিম)

(৬) হযরত মুয়ায বিন জোহরাহ হইতে বর্নিত যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করিতেন তখন বলিতেন - আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু। অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমারই জন্য রোজা রাখিয়াছি এবং তোমারই রিজিক দ্বারা ইফতার করিয়াছি।

আবু দউদ

সঃ ব্যাখ্যাঃ- নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া ইফতার আরম্ভ করিতেন এবং ইফতারের পর উক্ত দোওয়া পাঠ করিতেন।

(৭) হযরত আয়েষা রাদিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্নিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমার শবে কদর অনুসন্ধান করিবে রমজানের শেষ দশকের বে-জোড় রাত্রিতে।

(বোখারী শরীফ)

(৮) হযরত আয়েষা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ননা করিয়াছেন যে নাবীয়ে পাক আলায়হি সালাতো ওয়া তাসলীম রমজান মাসের শেষ দশ দিন এতেকাফ করিতেন। এই আমল জীবনের শেষ পর্যন্ত জারী ছিল।

(বোখারী, মুসলিম)

সঃ ব্যাখ্যাঃ- রমজান মাসের শেষ দিন এতেকাফ করা সুন্নাত। প্রতি জামায়াতের পক্ষ্য হইতে কমপক্ষে একজনকে ও এতেকাফ করিতে হইবে না হইলে জামায়াত সুন্নাত ত্যাগ করিবার গুনাহে গুনাহগার হইবে।

(৯) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাদকায়ে ফিতর নির্ধারন করিয়াছেন রোজাকে অনর্থক কথা ও অশ্লীল ব্যবহার হইতে পবিত্র করিতে এবং গরীবদের (মুখে) অন্ন দেওয়ার জন্য।

(আবু দাউদ)

সঃ ব্যাখ্যাঃ- মালিকে নেসাবের জন্য নিজ এবং নিজ সন্তানের তরফ হইতে সাদকায়ে ফেতর দেওয়া ওয়াজেব। সাদকায়ে ফেতরের পরিমান অর্ধ 'সা' গম যার বর্তমান সঠিক ওজন ২ কে. জি. ৪৫ গ্রাম গম বা তাহার বাজার মূল্য।

) = (

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়া বিভাগ

প্রশ্ন নং-১ ঃ জনাব মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন । পরে লিখি যে 'গম' এর হিসাবে ফেতরার সঠিক পরিমাণ কত ? কোন কোন মাদ্রাসার ইস্তেহারে ১ কিলো ৬৬০ গ্রাম গম দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে সেই মুতাবিক ফেতরা দেওয়া যাবে কি ? জানাবেন । খোদা হাফিজ

ইতি-

মও মোঃ জামালুদ্দিন রেজবী

গ্রামঃ আন্দিপুর পোঃ জোগাই, বীরভুম

উত্তর ঃ 'গম' এর হিসাবে ফেতরা দিলে অর্ধ "সা" গম দিতে হবে বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে । অর্ধ 'সা' গমের সঠিক ওজন হচ্ছে ২ কিলো গ্রাম । ২৭ শে রমজান ১৩২৭ হিজরীতে অর্ধ 'সা গমের সঠিক ওজন সুদুর মক্কা শরীফ গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাত শাহ ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু । কাজেই গমের হিসাবে ফেতরা দিলে অর্ধ 'সা'র সঠিক ওজন মুতাবিক ২ কিলো গ্রামই দিতে হবে অথবা তার সমুচিৎ মূল্য । কোন মাদ্রাসার উস্তেহার ফলো করে ১৬৬০ গ্রাম গম বা তার মূল্য ফেতরা বাবদ দেওয়া জায়েজ হবে না । দিলে তাতে ফেতরা আদায় হবে না । (ফাতাওয়া রাজাবিয়া, আনওয়ারুল হাদীস)

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

প্রশ্ন নং- ২ ঃ জনাব মুফতী সাহেব সালাম রইল । বাদ আরজ এই যে, বর্তমানে মুসলীম মহিলারা জামাত করে নামাজ আদায় করতে পারে কি ? দয়া করে জানাবেন ।

ইতি-

গুলাম মহিউদ্দিন রেজবী

নলহাটি, মুনসীপাড়া বীরভুম

উত্তর ঃ ফিতনা ও ফাসাদের চরম আশাংকা থাকায় পর্দানশীন মহিলাদের জন্য জামাতে অংশ গ্রহণ করে নামাজ আদায় করা জায়েজ নয় । মলাগণ ও যদি মহিলাদের নিয়ে জামাত করে তবুও না জায়েজ । কেননা শুধু মহিলাদের জামাত না জায়েজ ও মাকরুহ তাহ্‌রিমী । ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড ৮০ পৃঃ) মিশরী

মুফতী মোঃ আলামুদ্দিন রেজবী

প্রশ্ন নং- ৩ ঃ জনাব হুজুর কেবলা সালাম মালনুন । পরে লিখি যে যে সমস্ত ছোট ছোট মাছের নাড়ি ভূঁড়ি বের করা সবম্ভব নয় সে সমস্ত মাছ খাওয়া কি জায়েজ হবে ? জানাবেন । খোদা হাফিজ ।

ইতি-

মাও নাজবুর রহমান রেজবী নয়াগ্রাম দুতুড়া

বীরভূম

উত্তর ঃ যে সমস্ত মাছের নাড়ি ভূঁড়ি বের করা সম্ভব নয় সে সমস্ত মাছ খাওয়া জায়েজ নয় । (আহকামে শারীয়ত) মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী)

প্রশ্ন নং- ৪ ঃ জনাব মুফতী সাহেব সালাম ও দোওয়া । আপনার নিকট জানতে চাই যে চেন লাগা ঘড়ি পরে নামাজ পড়া জায়েজ হবে কি ? জানাবেন ।

ইতি--

মও এনামুল হক রেজবী

মাদ্রাসা কাদেরীয়া রেজবীয়া

বেলীয়া শ্যামপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ মুসলমানদের জন্য শরীয়ত মুতাবিক ঘড়িতে চেন ব্যবহার করা নিষেধ । চেন ওয়ালা ঘড়ি পরে নামাজ পড়া না জায়েজ । অর্থাৎ চেনওয়ালা ঘড়ি পরে যে সমস্ত নামাজ পড়বে সে গুলি পুনরায় পড়া জরুরী । অন্যথায় চরম গুনাহগার হবে। (আহকামে শরীয়ত)

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন নং- ৫ ঃ জনাব মুফতী সাহেব সালাম কবুল করবেন । আপনার নিকট জানতে চাই যে মহিলা মুরীদ বিনা পর্দায় পীর সাহেবের সম্মূখে যেতে পারে কি ? দয়া করে জানাবেন ।

ইতি--

মোঃ রুহুল আমিন রেজবী

গ্রাম ভুরকুন্ডা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ যাদের সঙ্গে চিরতরে বিবাহ হারাম যেমন আপন পিতা সহদর ভাই, ভাতিজা, আপন পুত্র ইত্যাদি তাদের মধ্যে যদি পীর সাহেব না হন, তাহলে অন্য পর পুরুষের ন্যায় মহিলা মুরীদের জন্য বিনা পর্দায় পীর সাহেবের সম্মূখে যাওয়া হারাম । পীর সাহেবের সামনে মহিলা মুরীদকে পর্দা করা ওয়াজিব (জরুরী) মহিলা মুরীদের পীর সাহেবের নিকট বিনা পর্দায় যাওয়ার ব্যাপারে যদি পীর সাহেবের কোন হাত থাকে তাহলে সে পীর এক নম্বর ফাসেক । তার হাতে মুরীদ হওয়া হারাম ।

(আহকামে শরীয়ত)

মুফতী মোঃ আলামুদ্দিন রেজবী

প্রশ্ন নং- ৬ ঃ জনাব মুফতী সালাম নিবেন । হুজুর আপনার নিকট নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শরীয়ত মোতাবেক জানতে চাচ্ছি সে গুলো হল ----

(ক) আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলায়হিস সালামকে পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য সৃষ্টি করে সর্ব প্রথমে পৃথিবীতে না পাঠিয়ে জান্নাতে কেন রাখলেন ?

(খ) বর্তমান যুগে পৃথিবীতে ইসলামিক রাষ্ট্র আছে কিনা?

(গ) শ্রমের চেয়ে বেশী মূল্য নৌওয়াটা কি ? যেটা বর্তমান আলমদের মধ্যে খুব বেশী প্রচলন ।

(ঘ) যে জমিতে খাজনা দেওয়া হয় তার ওসুর দেওয়া শারা মোতাবিক কি ?

(ঙ) সৈয়দ আবু আলা মাওদুদি কোন ধরণের মানুষ সেটা দলিল দ্বারা প্রমাণ করলে খুশি হতাম ।

(চ) কোন সন্তান যদি তার নিজের পিতা বা মাতাকে হত্যা করে তাহলে তার জানাজা পড়া জায়েজ কিনা ।

(ছ) রেডিও, টিভিতে রমজানের মাসে যে কোরআন তেলাওয়াত হয়, তা শুনে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব কিনা ? আর তাতে আজান শুনে জাওয়াব দেওয়া কি ? আর রেডিও ও টিভিতে ওয়াজ নাসিহত বা কোরআন তেলাওয়াত করা সারা মোতাবিক কি ?

ইতি--

মহম্মদ শরিফুল ইসলাম

কসবা গোয়াস, ইসলামপু, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ (৬) ক] আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলায়হিস সালামকে পৃথিবী প্রেরণের পূর্বে কিছুদিন জান্নাতে রাখার কিছু রহস্য ছিল । বাদশাহ যখন কাউকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে উচ্চতম ডিগ্রী দেওয়ার পর ট্রেনিং ও দেওয়ান । যাতে কার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা এসে যায় । জ্ঞান এক জিনিষ আর অভিজ্ঞতা অন্য জিনিস । আদম আলায়হিস সালাম জান্নাতে ফারেস্তাদের হুকুমাত করেছেন এবং সেখানকার মহল, বাগ-বাগিচা ও দেখেছেন । সেখানে খোদা তায়ালার আদেশ নিষেধের প্রতিফল ও পরিদর্শন করেছেন । জান্নাত তাঁর ও তাঁর সন্তানদের স্তায়ী বাসস্থান তা তাঁকে প্রথমেই দেখানো হয়েছে । পৃথিবী একটি অস্থায়ী বাসস্থান এবং স্থায়ী বাসস্থান জান্নাতের লাভের মাধ্যমে । তিনি যেন তাঁর সন্তানদের উক্ত নিয়ামতের বর্ণনা এবং তা লাভ করার প্রচেষ্টা করে তার বাস্তব উদাহরণ দিতে পারেন । দেখে ও শুনে বর্ণনা করা এক জিনিষ নয় । বিস্তারিত আলোচনা তাফসীরে নায়ীমী ১ম খন্ড ৩২১ পৃঃ।

খ] বর্তমানে পৃথিবীতে ইসলামীক রাষ্ট্র আছে বলে আমার জানা নাই । যে রাষ্ট্র কোরআন, হাদীস ও শারীয়তের আইন ও অনুশাসন মোতাবেক অনুশাসিত হয় তাকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ।

গ] বর্তমান সময় শ্রমিকদের প্রকৃত মূল্য পাওয়া দুস্কর । কার ও কর্মে যাওয়ার পূর্বে চুক্তি করে নেওয়া জায়েজ । আপনার উক্তি "যেটা বর্তমান আলেমগণের মধ্যে খুব বেশী প্রচলন ।" এ উক্তি দেখে মনে হচ্ছে আলেমগন আপনার শত্রু। সে জন্য আলেমগনকে দেখতে পেলেন; আর পৃথিবীর মানুষ কেন জরে পড়ল না যারা মাসিক ১৪ হাজার, ২০ হাজার লাখ লাখ টাকা ইনকাম করছে। আলিমগন মাসজিদ ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাদ্রাসাতে মাত্র এক হাজার যা খুব বেশী হলে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে দ্বীনের খেদমাত করছেন। যে টাকায় তাদের সংসার চালান দুষ্কর হয়ে পড়ে। মনে হয় আপনার মনে আলেমগনের হিংসা জাগরিত হয়েছে। কিন্তু হিংসা হারাম, আগুন যেমন শুকনো কাঠ কে ভস্মে পরিণত করে হিংসা সেরুপ নেকীকে ধংস করে দেয়। হিংসা ও বিদ্বেষ হতে বিরত থেকে নাফসকে পবিত্র রাখা কর্তব্য। আলেমগনের তাওহীন করা কুফর। (ফাতাওয়া আল্লমগীরি)

ঘ] হ্যাঁ, যে জমিতে খাজনা দেওয়া হয় সে জমির ফসলের হসুর দেওয়া শারীয়ত মোতাবিক জরুরী। (বাহারের শারীয়ত, ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ৪র্থ খন্ড)

ঙ] জামায়াতে ইসলামী ও মাওদুদী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ আবুল আলা মাওদুদী। তাকে ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাত তার রচিত তাফহিমাত, রাসায়েল ও মাসায়েল, হাকীকাতে সাওম ও সালাত, তাজদীদ ও এহ্‌ইয়ায়ে দ্বীন, তাফহীমুল কোরআন প্রভৃতি উল্লেখিত পুস্তকে কুফরী বাক্যের কারনে কাফের ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তার কুফরী বাক্যগুলি উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মুফতী মাহবুব আলী খাঁ আলায়হির রহমাহ তাঁর বিখ্যাত "মাওদুদী আক্বায়েদমায়ারুপ কুফরীয়াত" পুস্তকে। মাওদুদী ও জামায়াতে মতবাদ ও হাবী সম্প্রদায়ের রই মত পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ। এই পথভ্রষ্ট মতবাদের কোন লোককে ইমাম বা মোয়াজ্জেন করা, তাদের বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক করা, তাদের বিবাহ পড়ানো, তাদের সঙ্গে ইসলামী সম্পর্ক রাখা না-জায়েজ। মিঃ আবুল আলা মাওদুদী একজন মজহাব বিরোধী লোক এবং ইসলাম বিরোধী বহু ধ্যান ধারনা রাখতেন। বিস্তারিত জানতে পড়ুন আল্লামা আরশাদুল কাদেরী লিখিত "জামায়েতে ইসলামী" নামক পুস্তক।

চ] কেউ যদি নিজ পিতা মাতাকে হত্যা করে তাহলে তার জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ নয়। বাহারে শারীয়ত ৪র্থ কন্ড - ১৪৫পৃঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড - ১৬৩পৃঃ

ছ] রেডিও টিভিতে আয়াতে সাজদা শ্রবন করে সেজদায়ে তেলাওয়াত করা ওয়াজিব নয় এবং আজানের উত্তর দেওয়া ও ওয়াজিব নয়। ফাতাওয়ায়ে দামানে মুস্তফা ১ম খন্ড - ২৬পৃঃ তবে রেডিও টিভিতে ওয়াজ নসিহত কোরআন তেলাওয়াত শ্রবন করা শারা মোতাবেক জায়েজ।

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং- ৭ ঃ জনাব মুফতী সাহেব আমার সালাম নিবেন। আমর প্রশ্ন কোন মাসজিদের প্রথম গেটের উপর "সুন্নী জুমায়া মাসজিদ লিখলে তা জায়েজ হবে কি?

উত্তরঃ ৭) মাসজিদের সদর গেটের উপর "সন্নী জামে মাসজিদ" লিখা জায়েজ। তবে যদি ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াতী, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ করার সম্ভবনা থাকে তাহলে এ অবস্থায় মাসজিদের সদর গেটের উপর "মাসজিদে আহলে সুন্নাত বা সুন্নী মাসজীদ লিখা জরুরী। মাসজিদের সম্পর্ক গায়রুল্লা হর দিকে করা জায়জ। যেমন মক্কা শরীফে আছে মাসজিদে আয়েষা, মাসজিদে জ্বিন, মাসজিদে কাবাশ মাদিনা শরীফে মাসজিদে আলী, মাসজিদে আবী, মাসজিদে ইব্রাহিম ইত্যাদি।

ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ২য় খন্ড, ৩৬৩পৃঃ
মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং- ৮ ঃ কোন ব্যক্তি পাক্কা সুন্নী মাওলানা হওয়া সত্বেও যদি নিজের সন্তান বা নিজ আত্মীয়কে দেওবন্দি মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করতে দেয় তবে দেওবন্দিদের মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া কি সঠিক হবে। যদি না হয় তবে উক্ত মাওলানার উপর শারীয়তের ফাতাওয়া কি হবে দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন।

ইতি -
হাফিজ আবু তাহের রেজবী
গুধিয়া, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ দেওবন্দি ওহাবীদের মাদ্রাসাতে নিজ সন্তান ও কোন নিকটতম আত্মীয়কে পড়তে দেওয়া ও পড়ানো হারাম। যে ব্যক্তি বাচ্চাকে পড়তে দিয়াছে সে পাক্কা সুন্নী নয়, সুন্নী আক্বায়েদ সম্পর্কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনভিজ্ঞ। উক্ত ব্যক্তি বাচ্চার অনিষ্টকারী ও গুনাহতে নিমজ্জিত কারী। উক্ত ব্যক্তির তওবা ইস্তে গফার করা ফরজ এবং তার সন্তানকে দেওবন্দি মাদ্রাসা হতে ফিরিয়ে এ নে সুন্নী মাদ্রাসায় ভর্তি করা কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালার এরশাদ - "হে ঈমানদার গন! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার বর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।" (সুরা তাহরীম - আয়াত - ৬)

আহকামে শারীয়ত ৩য় খন্ড ২৩৭পৃঃ

মুফতী মোঃ জুবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং- ৯ ঃ মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন। আমি "সুন্নী জগৎ" পত্রিকার একজন পাঠক। নিম্ন লিখিত মাসয়ালা সম্পর্কে আমি জানতে চাই। দয়া করে উত্তর দিবেন।

ইতি -

নিফাজুদ্দিন, কালুপুর, দৌলাতাবাদ, মুর্শিদাবাদ

কোন ব্যক্তি রমজান মাসে এশার নামাজ জামায়াত না পায় তাহলে কি সে ব্যক্তি বেতের হামায়াতের সঙ্গে পড়তে পারবে ?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি রমজান মাসে এশার ফরজ নামাজে জামায়াত পায় নাই সে ব্যক্তি বেতের নামাজ একাই পড়বে জামায়াতে শরীক হবে না। যে ফরজ নামাজ একা পড়েছে সে বেতরের নামাজ ও একাই পড়বে। ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ৩য় খন্ড ৪৮০পৃঃ বাহারে শারীয়ত - ৪র্থ খন্ড ৩৬পৃঃ

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

উক্ত নিফাজুদ্দিন সেখ ২য় প্রশ্ন করেছেন ---

প্রশ্ন নং- ১০ ঃ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিজস্ব নুরে তৈরী না আল্লাহর হুকমী নুরে তৈরী ? যদি কেউ বলে নাবী পাক আল্লাহর হুকমী নুরে তৈরী তবে তার উপর কি ফাতাওয়া হবে অথবা কেউ যদি বলে নাবী পাক আল্লাহর নিজস্ব নুরে তৈরী তাহলে তার উপর কি ফাতাওয়া হবে দয়া করে উত্তর দিবেন। জাতী নুরে তৈরী বললে কি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা হবে ?

উত্তরঃ ১০ ঃ নাবীয়ে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের জাতী নুর হতে সৃষ্টি। "ইন্নাল্লাহা তায়ালা ক্বাদ খালাকা ক্বাবলাল আশইয়ায়ে নুরা নাবীয়েকা মিন নুরীহি।" রাওয়াহু আব্দুর রাজ্জাক। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সমস্ত বস্তুর পূর্বে তোমার নাবীর নুরকে স্বীয় নুর হতে সৃষ্টি করেছেন। মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়া মিল কুস্তালানী ১ম খন্ড ৫৫পৃঃ, মাদারিজুন নাবুয়াত, শারহুল মুওয়াহিব লিল জুরকানী ১ম খন্ড ৫৫পৃঃ। পবিত্র হাদীস শরীফে "নুরীহি" বলা হয়েছে। "হি" জামির (সর্বনাম) আল্লাহ ইসমে জাতের দিকে। মিন নুরী জামালিহি বা মিন নুরী রাহমাতিহি বলা হয়নি। আল্লামা জুরকানী উক্ত হাদীসের ব্যাখায় বলেছেন - "মিন নুরীহি আয় মিন নুরীন হুয়া জাতুহু" - অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নাবী পাককে নিজ পবিত্র জাতী নুর হতে সৃষ্টি করেছেন। জামিউল আহাদীস ৪র্থ খন্ড ৩৬৯পৃঃ - যে ব্যক্তি বলেছে নাবী পাক জাতী নুর হতে নয় হুকমী নুর হতে তৈরী সে ব্যক্তি একেবারেই ভুল কথা বলেছে। ভুল কথা বলার জন্য তাওবা ইস্তেগফার করা জরুরী। আর যে বলেছে যে আল্লাহর জাতী নুরে তৈরী বললে শিরক্ হয়ে যাবে সে ও ভুল বলেছে। বিস্তারিত জানতে ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লিখিত "নুর আউর সায়া" পুস্তক খানি পাঠ করুন।

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং- ১১ ঃ আসসালামু আলায়কুম, মুফতী ইয়ানে কেরাম কি বলতে চান নিম্ন লিখিত মাসয়ালা সম্পর্কে ? ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম না দারুল হারব্। যদি দারুল হারব হয় তাহলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের থাকা জায়েজ হবে কিনা ?

ইতি--

মোঃ সাবির আহমদ

সাং - সহরবাসী, রায়পুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ ভারতবর্ষ আল্লাহ পাকের রহমতে দারুল ইসলাম। ইহাকে দারুল হারব বলা জায়েজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

নয়। মুসলমানদের জন্য দারুল হারবে থাকা জায়েজ নয়। দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা ফরজ।

ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ষষ্ঠ খন্ড ১ পৃঃ
ফাতাওয়ায়ে ফয়জুর রাসুল ২য় খন্ড ৪০৬পৃঃ
মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোহাদ্দেদী

বে মেস্‌ল্‌ বাশার

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

পূর্ব প্রকাশিতের পর------ ২য় পর্ব--বাশারিয়াত-

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআন পাকে এরশাদ করেছেন
"ক্বুল্‌ ইন্নামা আনা বাশারুম মেসলোকুম ইউহা ইলাইয়া....."
অর্থাৎ-"আপনি বলুন, বাহ্যিক অবয়বে আমি তোমাদের মতো আমার প্রতি ওহি হয় যে তোমাদের মা'বুদ একমাত্র মা'বুদই ।....."

আল্লাহ তায়ালার বেমেসেল্‌ জাত সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া তাঁর হাকিকাত উপলব্ধি করা মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ ও ইন্দ্রিয় বর্হিভূত সমস্ত জ্ঞান গরিমার বাইরে । মানুষের জ্ঞান উন্নত ও উচ্চতর হওয়া সত্বেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সম্মূখে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ । আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলী, তাঁর কুদরত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর হিকমত, তাঁর মহত্ব, তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতির দৃষ্টান্ত, তাঁর নির্ভূল সৃষ্টিতত্ব যা জমিনে আসমানে বিকশিত, অগনিত বৃষ্টির বিন্দু লক্ষ কোটি বালুকণারাশী বৃক্ষলতা পাতা ফুল ফল দ্বারা বিস্তৃত ধরিত্রী সুশোভিত, বিশাল উচ্চতর আকাশ সূর্যচন্দ্র গ্রহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

নক্ষত্রদের উজ্জ্বল দীপ্তি দ্বারা প্রকাশিত তার চিন্তা ও গবেষনা করা, আশ্চর্যান্বিত হওয়া ব্যতিত তাঁর আসল পরিচয় জানা তাঁর মারেকাফ উপলব্ধি করা সম্ভব নয় । সেখানে নবী মোস্তফার পবিত্র জাত এমন এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যা আয়না সদৃশ্য, যার মধ্যে উচ্চ দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী লোকের দৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরতের জ্যোতি প্রকাশিত । খাস করে ঐ পূত পবিত্র সত্বা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ার প্রকাশ স্থল যা অন্য কোথায় প্রকাশিত নয় । যিনি ইশ্‌ক ও মহব্বতের দৃষ্টিতে নবী মোস্তাফার সোন্দর্য দর্শন করেছেন গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করেছেন তিনি ততটাই মহান খোদার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম মানুষ। তিনি আল্লাহ নন, আল্লাহর পুত্র ও নন, আল্লাহর কোন শরীক ও নন, তিনি আল্লাহর সৃষ্টি, খালেক আল্লাহর পূর্ণতম সুন্দর সৃষ্টি । তিনি জিন বা ফিরিস্তা নন, অশরীরী কোন দৈত্য দানব ও নন, তিনি আদম জাত মানুষ ।

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের স্বভাব চরিত্র, আকৃতি প্রকৃতি, চিন্তা ভাবনা, ধ্যান ধারনা গবেষনা এক রকম নয়। কিছু মানুষ হিংসায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে নবী পাকের দোষানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, কেউ দুষমনী করে তাঁর পূত পবিত্র চরিত্রকে কলংকিত করে, কেউ তাঁর পবিত্র গুনাবলীকে ঘৃনা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে । এমনও বহু মনুষত্ব আছে যারা নবী পাককে সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে এনে আনন্দিত হয় । আবার ইহার বিপরীত এ রকম মানুষু আছে যাদের স্বভাব এরকম ভূলে ভরা বা যাদের বুদ্ধি বিদ্যার পরিমাণ এত নিম্ন মানের যে তারা মনুষ্য চরিত্রের পরিপূর্ণতার কোন ঝলক দেখে তাকে নিজ প্রভূ বা খোদার আসনে বসিয়ে বা খোদার সঙ্গে সম্মন্ধযুক্ত করে সেজদাবনত হয় । ইহুদীগণ হযরত উজায়ের আলায়হিস সালামের তওরাত শরীফ মুখস্থ ও একশত বৎসর পর পনঃ জীবিত অবস্থা দেখে তাঁকে খোদার পুত্র বলে ঘোষনা করে । খৃষ্টানগণ হযরত ইসা আলায়হিস সালামের বিনা বাপে পয়দা হওয়া, মৃত্য ব্যক্তিকে জীবিত করা এবং তাঁর দ্বারা অলৌকিকতা প্রকাশিত হতে দেখে তাঁকে খোদার পুত্র বলে পূজা আরম্ভ করেছে । এক ও অদ্বিতীয় খোদার ও ধর্মের মৌলিকতা ধংস করেছে । অদ্বিতীয় লা শরীফ খোদা যুগে যুগে নবী রাসুল পাঠিয়েছেন মানুষের হেদায়াতের জন্য, তাঁদের দ্বারা বহু মোজেজা ও প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু তাঁদের এই অলৌকিকতা মানবতার পূর্ণ প্রকাশ ইহা খোদা হওয়া নয় খোদার বান্দা । মাবুদ নয় আবেদ, স্রষ্টা নয় সৃষ্টি । যখন দুই একটা মোজেজা দেখে সাধারণ মানুষ নবীগণকে আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে তখন নবীগণের নবী যাঁর পবিত্র সত্বা পূর্ণ সোন্দর্য্যের ও পরিপূর্ণতার পূর্ণ প্রকাশ স্থল যাঁর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে অলৌকিকতা প্রকাশিত হয়েছে যিনি নুর যার ছায়া ছিল না সূর্য্য চন্দ্র আলোর সামনে ছায়া পড়ত না তাঁকে ভ্রম বশত ঃ কোথায় নিয়ে যাবে তা চিন্তার ও বাইরে । এ অবস্থাকে চিরকালীন রহিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিবকে গুনাবলীর পরিপূর্ণতা ও সম্মানের সর্বোচ্চ আসন দান করার পরও ঘোষনা করার জন্য আদেশ করেছিলেন '---"আপনি বলুন, বাহ্যিক অবয়বে আমি তোমাদের মতো আমার প্রতি ওহি হয় যে তোমাদের মাবুদ একমাত্র মা'বুদ.....।

তাফসীর কারকগন ও উলামায়ে কেরাম এই আয়াতের তাফসীর করেছেন যে ইহা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে । যাতে প্রথম হতেই ঐ ফেতনা দূর করা সম্ভব হয় । আল্লামা সানাউল্লাহ পানীপাত্তী হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এই আয়াতের তফসীর বর্ণনা করেছেন---আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুলকে তাঁর চরিত্রের সোন্দর্য্য প্রকাশ করার জন্য নম্রতা প্রকাশ করতে শিক্ষা দিয়েছেন । ইহুদী ও খৃষ্টানগণের মত পথ ভ্রষ্টতা হতে রক্ষা করতে আল্লাহ তায়ালার তৌহিদ যিনি লা শরীক এক ও অদ্বিতীয় খোদাহিসাবে এবং নিজেকে তাঁর বান্দা হিসাবে ঘোষনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে ।

তফসীরে মাজহারী সূরা কাহাফ পৃঃ ২৬, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন । আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুলকে বিনয় ও (নম্রতা) শিক্ষা দিয়েছেন ।

তাফসীরে ফতহুল কাদির ৩য় খন্ড ৩১৮ পৃঃ বর্ণনা করা হয়েছে যে আল্লাহু তায়ালা নবী পাককে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আযিযি (নম্রতা) শিক্ষা দেয়েছেন ।

তফসীরে খাযিন ৪র্থ খন্ড ৪৭পৃঃ হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে "আনা বাশারুম মিসলোকুম" বলে নম্রতার শিক্ষা দিয়েছেন ।

তফসীরে কাবীর ৫ম খন্ড ৭৬১পৃঃ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে ইহা বিনয় নম্রতার পথে চলার নির্দেশ।

পূর্ণতার অধিকারী সম্মানীত কোন বোযর্গ ব্যক্তির নিজ নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করাও একটি বিশেষ গুন, একটি পূর্ণতা । গর্ব অহংকার পরিহার করে ভদ্রতা নম্রতা প্রদর্শন বোযর্গেরই নিদর্শন । যুগ যুগ ধরে সৃষ্টির শিক্ষকের এ শিক্ষা প্রদান যেন মানুষ অহংকার পরিহার করে, করে ভদ্র ও নম্র আচরণ। তায় তাঁর অনুসারী ও সাহাবীদের জীবনে দেখি তারই বাস্তব রূপায়ণ।

পৃথিবীতে কিছু বোকা ও নবী বিদ্যেষী মানুষ আছে তারা এ আয়াত দ্বারা নবীপাকের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা খর্ব করে সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে, বলে চলেছে নবী ও মানুষ আমরা ও মানুষ, নবী ও আমাদের সাধারণের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই । কিন্তু তারা পবিত্র ক্বোরআনের এ আয়াত উপলব্ধিই করতে পারে নাই বা বিদ্যেষ বশতঃ উপলব্ধি করে নাই । এ আয়াত দ্বারাই নবীপাকের শ্রেষ্ঠত্বঃ ও সাধারণ মানুষ হতে পার্থক্য করে উচ্চ আসনে ভূষিত করা হয়েছে।

ক্বোরআন পাকে আদেশ করা হয়েছে-----"আপনি বলুন, আমি বাশার তোমাদের মতো, আমার প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়....." সমস্ত মানুষই মানুষ আর নবী পাক হচ্ছেন ওহি প্রাপ্ত মানুষ । মানুষ আর ওহি প্রাপ্ত মানুষ এক নয় । ওহি প্রাপ্তিতে তাঁকে সমস্ত মানুষ হতে আলাদা করা হয়েছে । যেমন সমস্ত জীব জন্তু, পশুপাখী মানুষ সবাই প্রাণী কিন্তু মানুষ হাইওয়ান নাত্বেক । নাত্বেক (বাকশক্তি সম্পন্ন বুদ্ধিমান) শব্দে বা গুনে মানুষকে অন্যান্য জন্তু -জানোয়ার হতে প্রার্থক্য করা হয়েছে । জীবনের সমস্ত লক্ষণ বর্তমান থাকলে ও মানুষকে জানুয়ার বলা যায় না । জানুয়ারের মধ্যে মনুষ্যত্বের গুন বিদ্যমান থাকে না । সে রকমই নবীপাককে যে সব গুনে বা চরিত্রে সৃষ্টি করা হয়েছে তা অন্যসব মানুষের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয় ।

ওহি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত কালাম যা অন্য কোন সৃষ্টির বহন করা সম্ভব নয় । পবিত্র কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে--"লাও আনযালনা হাযাল কোরআনা আলা জাবালিল..... ।" যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তুমি দেখতে তা নত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেত। আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য পেশ করি, যাতে মানুষ চিন্তা করে ।" (সুরা হাশর আয়াত ২১)

ওহি অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবী পাকের শীত কালেও শরীর হতে ঘাম বেরিয়ে আসত, চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত । উটের উপর সাওয়ার থাকলে উট বসে যেত । যায়েদ বিন সাবেত হতে বর্ণিত আছে যে হুজুন আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার রানে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন তখন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তখন মনে হচ্ছিল যে তার রান ভারে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে । সুতরাং ইহা হতে বুঝা যায় ওহি এ রকম ভারী নিয়ামত যা কোন সৃষ্টির বা অন্য কোন মানুষের বহন করা অসম্ভব । আল্লাহ নবী পাককে সমস্ত নিয়ামত গ্রহণ করার যোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। তায় তিনি ওহি প্রাপ্ত মানুষ, আমাদের মত মানুষ নন।

হযরত কেবলা পীর সাইয়েদ জামায়াত আলী মুহাদ্দিস আলীপুরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলতেন জাওহার এবং ইনসানের মধ্যে পাঁচ স্তরের ব্যবধান রয়েছে। অর্থাৎ ইনসানের উপর হায়ওয়ান, এপর জিসমে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামি এ পর জিসমে মুতলাক এ পর জাওহার । কিন্তু বাশার (মানুষ) এবং হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সাতাশ স্তর ব্যবধান বিদ্যমান। অর্থাৎ বাশারিয়াত হতে আর ও সাতাশ স্তর পার হওয়ার পর প্রিয় নবীর মহান অবস্থান, যার পরে একমাত্র এ কত্ব বাদেরই সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা । বাশারের পর মু'মিন তার পর সালেহ, তারপর শহীদ, তারপর মুত্তাকি, তারপর মুজতাহিদ, তারপর আওতাদ, তারপর আবদাল, তারপর কুতুব, তারপর কুতুবুল আকতাব তারপর গাউস, তারপর, গাউসুল আযম.....তারপর তাবেয়ী, সাহাবী, আনসারী, মুহাজির, তারপর সিদ্দিক, তারপর নবী, তারপর রাসুল, তারপর উলুল আজম পয়গম্বর, তারপর খলিল, তারপর খাতামুল নাবিয়্যিন, এ মর্যাদার উপর ও রহমাতুললিল আলামীন, তারপর হাবিব তারপরে শানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম । এর পর আমরা নবী পাকের সমতূল্য হই কিরূপে। পবিত্র হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে------

"হযরত আবি হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বেসাল রোজা" অর্থাৎ পানাহার পরিত্যাগ করে একাদিক্রমে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন । একজন ব্যক্তি আবেদন করলেন--ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি যে বেসাল রোজা করেন ? তিনি এরশাদ করেন--তোমাদের মধ্যে কে আছো যে আমার মতো ? নিঃসন্দেহে আমি রাত্রি যাপন করি আর আমার পরওয়ার দেগার আমাকে খাওয়ান ও পান করান । " (বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা, মুসলীম ৩৫২ পৃঃ মেশকাত ১৭৫ পৃঃ)

ইহা ছাড়া ও মুসলীম শরীফ ৩৫১ পৃঃ এবং বোখারী ২য় খন্ড ১০৮ পৃঃ এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এসব হাদীস হতে প্রমানিত হয় যে নবী পাকের মেসল (মতো) কোন মানুষই নয় বা হওয়া সম্ভব নয় ।

পবিত্র কোরআন পাকে "আপনি বলুন"--উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ ও কাফেরদের প্রতি। আর হাদীস পাকে--" তোমরা আমার মতো কেউ নও" উদ্দেশ্য সাহবায়ে কেরাম মোমেন মুসলমান।

তফসীরে রুহুল বয়ান ১৬ পারা পৃঃ ৩১২ (মেসরী) সূরা মরিয়মের প্রথমে "কাফহা ইয়া-আইন-স্বোয়াদ-" এর ব্যাখায় বর্ণনা করা হয়েছে যে হুজুর পাকের তিনটি সুরত । প্রথম সুরাতে বাশারী বা মানবীয় আকৃতি যা "কুল ইন্নমা আনা বাশারুম" এ বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় সুরাতে মালাকী যার বর্ণনা "আইয়োকুম মিসলী" আমি তোমাদের মত নই" এর মধ্যে এসেছে। তৃতীয় সুরাতে হাক্কী এ সম্পর্কে নবী পাক নিজেই এরশাদ করেছেন--লি মায়াল্লাহে ওয়াকতুন লা ইয়াসাআনী.....খোদার সঙ্গে আমার এ রকম সময় অতিবাহিত হয় যেখানে কোন ফেরেস্তা বা নবী রাসুলের । পৌঁছানো সম্ভব নয় । তাঁর তিনটি সুরাতেই ৬৩ বৎসরের মানবীয় জীবনেই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। বাশারিয়াতে তিনি মানুষের সঙ্গে চলাফেরা খাওয়া দাওয়া করেছেন। সুরাতে মালাকীতে ফারেস্তার চরিত্রে না খেয়ে না পান করে চলেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে ভ্রমন করে ও দেখিয়েছেন। (মিরাজের রাত্রে)। আবার ফারেস্তার সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহান খোদার সঙ্গে এ রকম দিদার করেছেন যেখানে হযরত জিব্রাইলেরও যাওয়া সম্ভব হয় নাই। তায় নবী পাকের এরশাদ-"হে আবু বাকার আমার হাকিকাত খোদা ছাড়া কেউ অবগত নয়।

তাছাড়া ও পবিত্র কোরআনে নবী পাককে কেবল বাশার বা মানুষ বলা হয় নাই । বলা হয়েছে মিসলে বাশার অর্থাৎ মানুষের মত । যেমন বাঘ আর বাঘের মত. জানুয়ার আর জানুয়ারের মত, গাছ আর গাছের মত এক নয় সে রকমই মানুষ যার মানুষের মত এক হয় না । বাঘের কোন গুন, দোষ বা আকৃতির সঙ্গে তুলনা করে যখন কোন মানুষকে বলা হয় যে সে যেন বাঘের মত। সে রকমই মানুষের আকৃতির সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে নবী মানুষের মত তাঁর প্রতি ওহি নাযিল হয় । কিন্তু তাঁর হাকিকাত মানুষ হতে সম্পূর্ণ আলাদা ।

হযরত শায়খ আব্দুল হক তাঁর মাদরেজুন নবুয়্যত কিতাবের তৃতীয়, অধ্যায়ে এরশাদ করেছেন যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমস্ত আয়াত দ্বারা হুজুর আকরামকে আমাদের মত বলে মনে হয় সেগুলো মুতাশাবেহাত । আর মুতাশাবেহাত তাকেই বলা হয় যার বাহ্যিক অর্থ যদি ধরা হয় তবে সম্মানীত জনের সম্মানের ঘাটতি হয় অথবা আয়াতের প্রকৃত অর্থের বিকৃত হয় অথবা কোন স্পষ্ট আয়াতের বিরুদ্ধে যায়। যেমন--"মাসালু নুরিহি কামেশকাত অর্থাৎ আল্লাহর নুরে মেসল (উপমা) যেন তাকের মধ্যে এক প্রদীপ"-(সুরা নুর আয়াত ৩৫) । অন্য আয়াত-"ইয়াদুল্লাহে ফাউকা আয়দিহিম" ...." অর্থাৎ তাঁর হাত আল্লাহর
হাতের উপর । "(সুরা ফাতাহ আয়াত ১০) এ সব আয়াতের যদি বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হয় তবে স্পষ্ট আয়াত-"লাইসা কামিসলিহি শায়উন।" এর সঙ্গে টকরাও হবে এবং আল্লাহর নুরের উদাহরণ তাকের মধ্যে প্রদীপের সঙ্গে করা হবে বা আল্লাহ পাকের আকৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু ইহা অসম্ভব। ইহাতে যা প্রকাশ্য তা প্রকৃত নয় আর যা প্রকৃত তা প্রকাশ্য নয় ।

কোন জাগতীক মর্যাদার অধিকরী কোন সম্মানীত ব্যক্তি যদি বিনয় প্রকাশার্ধে বলেন--হে ভাইসব, আমি আপনাদের খাদেম। তায়বলে তাঁকে ভাই বা আমাদের চাকর বলে সম্বোধন করে ডাকা কখনই উচিত হয় না । অথবা মাতাকে--হে আমার পিতার স্ত্রী বা হে আমার বোন বলা অথবা পিতাকে ভাই বা ওহে লোক বলে ডাকা উচিত নয় বা বেআদবের পরিচয় হয়। সে রকমই নবী পাক যা বিনয় প্রকাশার্ধে বলেছেন সেই শব্দে ডাকা বা নিজের মতো বলা না জায়েজ। কেননা নবী পাকের ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করা ফরজে আইন। তাঁর সামন্যতম বেআদবী ইমান ও আমল ধংসের কারণ। আল্লাহ পাকের ঘোষনা--" ওয়া তুয়াযে্যরুহু ওয়া তুয়াক্কেরুহু" "তাঁর সম্মান করো ইজ্জত করো।" (সুরা ফাতাহ)। "ইয়া আইয়োহা ল্লাযিনা আমানু লা তাকুলু রায়েনা....." অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ রায়েন বলো না বরং উনজুরনা বলো....." যে সব শব্দে নবী পাকের অসম্মান প্রকাশ হয় অথবা যে সব সাধারণ সম্বোধন সকলের জন্য ব্যবহৃত হয় তা নবীর শানে ব্যবহার হারাম ও না জায়েজ ।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে নবী পাককে নাম ধরে বা মানুষ বলে বা মো মেনের ভাই বলে সম্বোধন করেন নাই, বলেছেন--হে নবী, হে রাসুল, হে বস্ত্রাবৃত। সেখানে মানুষের নবী পাককে আমাদের' মতো মানুষ, আমাদের ভাই বলে ডাকা বা প্রকাশ করা চরমতম বেআদবী হারাম এবং না জায়েজ। ইহা ঈমান ধ্বংসের কারণ। নবী পাক বে মেস্‌ল সৃষ্টি, বে-মেস্‌ল্‌ বাশার। আল্লাহর পরে তাঁর স্থান, সৃষ্টিতে যার নাই তুলনা, নাই উদাহরণ : "লাম ইয়ায়লুকির রাহমানু মিসলা মহম্মাদিন---" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নবী পাকের মেসল্‌ কাকে ও সৃষ্টি করেন নাই বা করবেন না । (হায়াতুল হায়াওয়াজ সে জন্যই ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত আলা হযরত ১ম খন্ড, ৪ পৃঃ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন---"লাম ইয়াতি নাযিরুকা ফি নাযারিন মিসলে তু না শুদ পয়দা জানা ।"

(চলবে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী

পূর্ব প্রকাশিতের পর---------- (৪র্থ)

"কিলকে রেজা হায় খান্‌জারে খুনখার বারকে বার
আয়াদা সে কাহ্‌দো খায়ের মানায়ে নাশার করে ।"

শায়খূল ইসলাম ওয়াল মুসলোমিন হুমামুল আসর আয়াতুম মিন আয়াতিল্লাহিল কারীম হাসুনুজ্জামান বুরহানুল আওলিয়া মুজাদ্দিদে জামান, হামিয়ে সুন্নাত মাহিয়ে বিদয়াত আলা হযরত আজিমুল বরকত আশশাহ হাফিজ ক্বারী মুফতী আহমদ রাজা খাঁ ক্বাদেরী বারকাতী বেরলবী রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন জাইয়েদ আলিম, ফাকিহ, দার্শনিক, মুফাস্‌সিরে কোরআন ও বড় মাহদ্দিস ছিলেন। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব এই যে তিনি একজন আশেকে রাসুল ছিলেন। ইমাম আহমদ রাজার কলমের সামনে মনে হত দলিল ও আলোচ্য বিষয়ের লাইন খাড়া আছে। তাঁর লিখনীর ময়দানে গভীর সমুদ্রকেও দেখা যেত। যাহা তিনি তাহকিক করেছেন সেখানে আর কোন কথার ফাঁক থাকত না ।

তিনি সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরীয় রেজবীয়ার উনচল্লিশতম ইমাম এবং শায়খে তরিকত ছিলেন । উলুমে আরাবীয়া সমাপ্ত করার পর অত্যন্ত অল্প বয়সে দারুল ইফ্‌তার ভার গ্রহণ করেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বৎসর দশ মাস ৫ দিন । ১২৮৬ হিজরী ১৪ই শাবান ১৮৬৯ খ্রীঃ । সর্ব প্রথম যে ফাতাওয়া তিনি লিখেন তা ছিল খুব কঠিন - যথা বাচ্চা ছেলের নাক দিয়ে দুধ গিয়ে গলায় নেমে পেটে যায় তবে দুধ মা প্রমানিত হবে কিন ? আলা হযরত উত্তর প্রদান করেন যে কোন স্ত্রীলোকের দুধ মুখ কিম্বা নাক দ্বারা বাচ্চার পেটে পৌঁছলে সে স্ত্রীলোক দুধ মা হবে এবং হুরমাতে রেজায়াতের হুকুম বর্তাইবে অর্থাৎ ঐ স্ত্রীলোকটি কে বিবাহ করা হারাম হবে।

প্রকাশ থাকে যে আলা হযরত রাদিযাল্লাহু আনহু পড়ার উদ্দেশ্যে অন্য কোন মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন নাই । সমস্ত প্রকার বিদ্যা নিজের পিতার দরবারে বাড়িতে বসেই অর্জন করেছেন। অনেক ব্যক্তি অপবাদ দেয় যে তিনি অমক মাদ্রাসায় অমকের সঙ্গে পড়েছেন তা একেবারেই মিথ্যা তাঁর মহাজ্ঞান সম্বন্ধে জানতে হলে পড়তে হবে হুসামুল হারামাইন, আদদাও লাতুল মাক্কিয়া ও ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ।

১) হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মহম্মদ সাদকা বিন যাইনি দাহলান জিলানী, মাসজিদে হারাম মক্কা মুয়াজ্জামা, বলেন---পবিত্র সেই যাত যিনি ইমাম আহমদ রাজাকে ফাজয়েল ও কামালাত দিয়ে খাস করেছেন এবং তাঁকে এ জামানার জন্য লুকায়িত রেখে ছিলেন। অবশেষে ঠিক সময়ে প্রকাশ করেছেন।
(তাজকেরা মাশায়েখ ক্বাদেরীয়া রেজবীয়া ৩৯৫ পৃঃ)

২) হযরত শায়খ মুসা আলী শামী আজহারী আহমদী মাদানী আলয়হির রহমা বলেন--ইমামুল আইম্মা মিল্লাতে ইসলামিয়ার মুজাদ্দিদ নুরে ইক্বিন এবং ক্বালবের নুরকে শক্তিদান কারী, শায়খ আহমদ রাজা খাঁন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দু ' জাহানে কবুল করেন।

৩) শায়খ ইসমাইল বিন সাইয়েদ খলিল হাফিজ কুতুবুল হারাম আলায়হির রহমা মক্কা মুয়াজ্জামা বলেছেন--মক্কা মুয়াজ্জামার আলেমগণ মাওলানা শায়খ আহমদ রাজা খান এর ফজিলতের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি বলছি যে তিনি এ শতাব্দির মুজাদ্দিদ তা হক ও সহিহ।

৪) শায়খ মহম্মদ কারিমুল্লাহ মুহাজিরে মাদানী বলেছেন--আমি বেশ কিছুদিন মক্কা মুয়াজ্জামায় বাসবাস করছি ভারত বর্ষ হতে হাজার হাজার সাহেব এ ইলম, সুলাহা, পরহেজগার আসেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে শায়খ আহমদ রাজার যে ফজিলত ও মর্যাদা দর্শন করেছি তা অন্য কারও মধ্যে পাওয়া যায় নাই । এ ফজিলত মহান খোদার দান যাকে ইচ্ছা দান করেন।

বায়েত ও খিলাফত

আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান ১২৯৪ হিজরী ১৮৭৭ খ্রীঃ নিজ পিতা মাওলানা নাকি আলি খান সাহেব ও তাজুল ফুহুল মাওলানা শাহ আব্দুল কাদির মুহিব্বুর রাসুল বাদয়ুনীর সঙ্গে হযরত শাহ আলে রাসুল মারহারাবী কাদ্দাসা সিররহুর খিদমতে হাজির হন এবং সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরীয়ায় বায়েত গ্রহণ করেন এবং এজাজত ও খিলাফত লাভ করেন।

তিনি নিম্নলিখিত সিলসিলা ও তরিকাতের অনুমতি ও খিলাফত লাভ করেন---১) কাদেরিয়া বারকাতিয়া জাদিদা, ২) ক্বাদেরিয়া সাবাঈয়া ক্বাদিমা ৩) ক্বাদেরিয়া সাহদাঈয়া ৪) ক্বাদেরীয়া রাজজাকীয়া ৫) ক্বাদেরীয় মানসুরীয়া, ৬) চিস্তিয়া নিজমিয়া কাদিমা, ৭) চিস্তিয়া মাহবুবিয়া
জাদিদা, ৮) সাহরওরদীয়া ওহেদীয়া, ৯) সাহরওরদিয়া ফাজিলিয়া ১০) নাকশবান্দিয়া আলিয়া সিদ্দিকিয়া,
১১) নাকশবান্দিয়া আলিয়া উলুবিয়া ১২) বাদিয়া ১৩) উলুবিয়া মালামীয়া ইত্যাদি ।

ইহা ছাড়াও আর ও চারটি সানাদ তাঁর ছিল---
১) মুসাফাহাতুল জান্নিয়া. ২) মুসাফাহাতুল খিজরীয়া, ৩) মুসাফাহাতুল মুফাজ্জারীয়া ৪) মুসাফাহাতুল খিজরিয়া ইহা ছাড়াও আর ও অনেক জিকর আশগাল ও আমলের এজাজত ছিল। যেমন--খাত্তামুল ক্বোরআন, আসমায়ে এলাহিয়া, দালায়েলুল খায়রাত, হাসনে হাসিন, হিজবুল বাহার, হিজবুল নাসার, হিরজুল আমি বাইন, হিরজুল ইয়ামানি দুয়ায়ে মুগনী, দুয়ায়ে হায়দারী, দুয়ায়ে ইজরাইয়েলী, দুয়ায়ে সুরয়ানি, কাসিদিয়া গওসীয়া, কাসিদা বুরদা ইত্যাদি ।

আলা হযরত শায়খে তরিকতে মুরিদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খিলাফত ও অনুমতি লাভ করেন যা প্রকাশ করেন হযরত শাহ মাওলানা আবুল হুসাইন নুরী মিঞা কাদ্দাসা সিররুহু--হুজুর আপনার এখানে অনেকদিন কষ্ট করে মুজাহিদাত রিয়াজত করার পর তবেই খিলাফত ও অনুমতি প্রদান করেন কিন্তু কেন আলা হযরত ও তাঁর পিতাকে সঙ্গে সঙ্গেই খিলাফত প্রদান করলেন। পীর কেবলা এরশাদ করলেন--মিঞা লোকেরা ময়লা দিল নিয়ে এখানে আসে তা পরিস্কার করতে সময় লাগে কিন্তু এ দু'জন পরিস্কার দিল নিয়ে আমার নিকট এসেছে কেবলমাত্র সম্বন্ধের দরকার ছিল তা মুরিদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জিত হয় । তিনি আরও বলেন আমি খুব চিন্তায় ছিলাম যে যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন-তুমি আলে রাসুল আমার জন্য কি এনেছ, তখন আমি বারগাহে এলাহিতে কি পেশ করব। সে চিন্তা আজ আমার দুর হল । আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি আরজ করব--ইয়া ইলাহি তোমার জন্য আমার আহমদ রাজাকে এনেছি । (হাসিয়া তাজকেরায়ে নুরী পৃঃ ৪০)

একবার আলা হযরত শায়খ ফজল হুসাইন খান সাহেবের কথা মত তাঁর সঙ্গে রামপুর তাশরীফ নিয়ে গেলেন । যখন আলা হযরত নবাব ক্বালব-আলি সাহেবের ঘর পৌছিলেন তখন নবাব সাহেব তাঁর পাতলা চেহারা দেখে আশ্চর্য হলেন এবং একখানা চাঁদির চেয়ার পেশ করলেন। আলা হযরত চাঁদির ব্যবহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুরুষের জন্য জায়েজ নয় বলায় নবাব সাহেব ক্ষুন্ন মনে কাঠের চেয়ার বসার জন্য আনালেন। তারপর মহব্বতের সঙ্গে তাঁর সাথে বহু আলোচনা করলেন। নবাব সাহেব পরে পরামর্শ দিলেন--মাশাআল্লাহ আপনি ফেকাহ এবং দ্বিনীয়াতে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আর ও ভাল হত যদি মাওলানা আব্দুল হক খায়রাবাদীর নিকট মানতেকের জ্ঞান অর্জন করতেন। আলা হযরত উত্তর প্রদান করেন--পিতার অনুমতি হলে আপনার পরামর্শ পালন করব। ইহার মধ্যেই জনাব মাওলানা আব্দুল হক খায়রাবাদী তাশরিফ নিয়ে আসলেন। নবাব সাহেব আলা হযরতের পরিচয় প্রদান করে নিজের রায় প্রকাশ করলেন।

কিছু আলেম দেখা যায় যারা নিজের ইলমের ফখর করে অন্য আলেমের ইজ্জত সম্মান করেন না বরং তাঁদের বেইজ্জতি করে নিজ ইলমের গর্ব প্রকাশ করতে থাকেন। আল্লামা খায়রাবাদী আলা হযরতকে জিজ্ঞাসা করলেন--মানতেকের কিতাব কতদূর পড়েছ ? আলা হযরত উত্তর দিলেন--কাজি মুবারক পর্যন্ত। ইহা শুনে মাওলানা আব্দুল হক বয়সের দিকে খেয়াল করে মজাকি খেয়ালে জিজ্ঞাসা করলেন--তাহজীব পড়েছ ? যে দেমাকে ও শানে মাওলানা সাহেব প্রশ্ন করলেন সেই আন্দাজেই আলা হযরত উত্তর দিলেন--এখানে মনে হয় কাজী মুবারকের পর তাহজীব পড়ান হয় ? এই উত্তর শুনে মাওলানা তাঁর জ্ঞানের অবস্থা অবগত হয়ে অন্য প্রশ্ন করলেন--বেরেলীতে আপনি কি করেন ? আলা হযরত উত্তর দিলেন--শিক্ষা দেওয়া ও ফাতাওয়া লিখার কাজ। কোন বিষয়ে লিখেন ? উত্তর দেন--জরুরী মসলা ও রদ্দে ওহাবী। যদি ও মাওলানা আব্দুল হক খায়রাবাদী সুন্নী ছিলেন কিন্তু সুন্নী গঠনকারী ও দ্বীনের খেদমতের চেষ্টা ছিল না। তিনি বললেন--আপনি ও রদ্দে ওহাবী করেন ! আমার এক বেকুব আছে যে সব সময় পাগলামী করে থাকে। এই ইশারা ছিল তাজুল ফুহুল মহিব্বে রাসুল হযরত মাওলানা খাজা শাহ্ আব্দুল কাদের সাহবে বাদায়ুনীর দিকে। এত বড় একজন আলেমের জন্য এ রকম ভাষা ব্যবহার বড়ই দুঃখ জনক।যদি ও তিনি তাঁর পিতা হযরত অল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদীর নেককার ছাত্র ছিলেন। আলা হযরত দ্বীনের খেদমতের জন্য তাঁকে সম্মান করতেন এ রকম ভাষা শ্রবন করে বড়ই দুঃখীত হলেন। বললেন--জনাব, রদ্দে ওহাবীয়াতে আপনার পিতা আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদীই সর্বপ্রথম কাজ করেছেন ও কিতাব লিখেছেন। তিনি মৌলভী ইসমাইলের রদে "তাহাকিকুল ফাতওয়া ফি ইবতালিত তাগওয়া" কিতাব লিখেছেন। ইহা শ্রবনে মাওলানা আব্দুল হক খায়রাবাদী বুঝতে পারলেন এ রকম বিচক্ষণ ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে পড়ান তার পক্ষে সম্ভব নয়। আলা হযরত উপলব্ধি করলেন এ রকম ব্যক্তি যে সুন্নতের সাহায্যকারী দ্বীনের খাদেম তাঁদের অপমান সূচক কথা বলেন তার নিকট মানতেক পড়া চলবে না। তার নিকট শিক্ষার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। ইমাম আহমদ রাজা রাদয়িাল্লাহু আনহু ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, শ্রেষ্ঠ ফাকিহ দার্শনিক, মুফাস্সির এবং আশেকে রাসুল। তাঁর লিখনী বিশ্বকে আশ্চর্য করে দিয়েছেন। আবুল হাসান নাদভী বলেছেন--ফেকাহ হানাফী এবং তার বিষয়ের বর্ণনায় তাঁর মত পাওয়া খুব মুশকিল। যার লিখিত পুস্তক "কাফলূল ফাকিহিল ফাহিম" ই সাক্ষ্য।

ডাঃ ইকবাল বলেছেন--ইমাম আহমদ রাজা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ব্রেণী আলেম ছিলেন। ফেকাহের জ্ঞানে তাঁর স্থান বহু উচ্চে। তিনি এক উচ্চমানের ইজতেহাদের শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। মুতা-আখ্েখরীন ওলামায়ে কেরামগণের মধ্যে তাঁর মত পাওয়া খুব মুশকিল। ইমাম আহমদ রাজা মুহাদ্দিসে বেরেলবী নিজের কলমে সমস্ত বাতিল ও পথ ভ্রষ্ট দলের মোকাবিলা করেছেন। বাতিল ফিরকা যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব অস্বীকার, খতমে নবুওয়াতের অস্বীকার, আল্লাহ তায়ালার মিথ্যা বলা সাবেত করা, নামাজের মধ্যে হুজুর পাকের স্মরণ নিকৃষ্ট জীবজন্তুর খেয়াল থেকে ও জঘন্য মনে করা ইত্যাদি। ইমাম আহমদ রাজা এ সব বাতিল ফিরকা ও আকিদা পোষন কারীদের বিরুদ্ধে উলঙ্গ তরবারী নিয়ে প্রতিবাদ করেন এবং তাদের উপর কুফরের ফাতওয়া আরোপ করেন। বিস্তারিত ইন্শাআল্লাহ আগামী সংখ্যায় দেওয়া হবে। (এক মাজলুম মুফাশ্বির--আ সাত্তার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কয়েকটি আকিদা সম্পর্কে আলোচন

১) দেওবন্দি আকিদা--আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারেন । বারাহানে কাতিয়া লেখক মৌলভী খলিল আহমদ আম্বেঠী

ইসলামী আকিদা--মিথ্যা কথা বলা আয়েব (দোষনীয়)। যেমন চুরী করা জেনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ পাক সমস্ত দোষ হতে পবিত্র। আল্লাহ সদা সত্যবাদী। ইহা তাঁর চিরস্থায়ী গুন। আল্লাহ তায়ালার জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব আকিদা পোষণকারী বিধর্মী।

২) দেওবন্দি আকিদা--আল্লাহর মর্যাদা এই যে যখন ইচ্ছা করেন গায়েব জেনে নেন । কোন নবী, জ্বিন, ফারেস্তা, ভূতকে আল্লাহ তাঁয়ালা এই শক্তি দান করেন নাই।

তাকবিয়াতুল ইমান--ইসমাইল দেহলবী

ইসলামী আকদা--আল্লাহ পাক সব সময় আলেমুল গায়েব । তাঁর ইলম, তাঁর গুন ওয়াজেব । যখন ইচ্ছা করেন জেনে নেন আর যখন ইচ্ছা করেন না তখন কি জাহেল থাকেন ? নাউজুবিল্লাহ, ইহা কুফরী আকিদা । ইচ্ছা অনিচ্ছায় সব সময়ই তিনি আলেমুল গায়েব । খোদার সেফাত ওয়াজেব ।

তিনি নিজের মাহবুবদেরকে ইলমে গায়েব দান করেছেন।

(ক্বোরআন)

৩) দেওবন্দি আকিদা--খাতামান নাবিয়্যিান মানে এটা বুঝা ভুল যে তিনি শেষ নবী। বরং মানে এটা যে তিনি আসল নবী আর বাকীগণ আরজী অস্থায়ী । সুতারাং হুজুর আলায়হিস সালামের পর কোন নবী এসে গেলে শেষ হওয়াতে কোন পার্থক্য আসবে না । --তাহজীরুন্নাস--মৌঃ কাসেম সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা

ইসলামী আকিদা--খাতামান নাবিয়িয়ন এর অর্থ হুজুর আলায়হিস সালাম আখেরী নবী, তাঁর পর কোন নবী হওয়া অসম্ভব মহাল বিজ্জাত। উল্লিখিত কথায় সমস্ত মুসলমান একমত এবং হাদীস শরীফেও প্রমানিত । যারা বলে নবী পাকের পর কোন নবী হওয়া সম্ভব বা আসবে তারা মুর্তাদ বিধর্মী । যেমন--কাদিয়ানী এবং দেওবন্দি ধারনা । হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সাল্লামের পূর্বের নবী । তিনি আসমানে জিন্দা অবস্থায় আছেন তিনি কোন নতুন নবী হয়ে আসবেন না বরং শেষ নবীর উম্মত হয়ে আসবেন এবং শরিয়তে মুহাম্মদীর উপর চলবেন । নবীগণের নবুওয়াত খতম হয় না । তিনি নতূন নবী নন ।

৪) দেওবন্দি আকিদা --প্রকাশ্য আমলে উম্মত নবীগণের সমান হয়ে যায় এবং বেড়ে যায় । "তাহজীরুন্নাস"--দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ।

ইসলমী আকিদা--যারা নবী নন যেমন ওলি, গাউস, সাহাবী বা মোমেন তাঁরা পূর্ণ যোগ্যতায় আমলে জ্ঞানে নবীর সমতূল্য হতে পারেন না । পীরওলি যত বড়ই কামেল হউক নবীর বরাবর হওয়া অসম্ভব । একজন সাহাবীর এক মুষ্টি যব দান আমাদের একশত সোনার টাকা দান করা অপেক্ষা অতি উত্তম ।

(চলবে)

) = (

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিক্ষা ও জাতীয় পত্রিকা

(মহঃ দাউদ হাসান, সরিষা বাঁধ পাকুড়)

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না । যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত । রাশিয়ান, আমেরিকান, ইংরেজ প্রভৃতি এই সব উন্নত ও শক্তিশালী জাতি অতিশয় সংবাদপত্র প্রিয়, ইহাদের দৃষ্টান্তে আমাদের পাক ভারতের হিন্দুগণ ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁরা দেশে বহু স্কূল কলেজ, লাইব্রেরী স্থাপন করেন । তার ফলে আজ তাঁর মধ্যে তাঁর মধ্যে বহু এম/ এ এম. এস. সি., মাষ্টার প্রফেসার, সাহিত্যক, সাংবাদিক, গণিতবিদ, বৈজ্ঞানিক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক, শিল্পী, উকিল, ব্যারিষ্টার, জর্জ ম্যাজিষ্টেষ্ট, রাষ্ট্রনীতি বিদ, অর্থনীতিবিদ, তথ্যবিদ ইত্যাদির আবির্ভাব হয়েছে । আজ তাঁহাদের মধ্যে বহু লেখক, অসংখ্য পাঠক । তাঁরা অসংখ্য পুস্তক লিখেছেন এবং বহুপত্র পত্রিকা বাহির করেছেন। তাঁরা সংবাদ পত্রে ও মাসিক. পত্রিকায় সাহিত্য, ধর্ম নীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির নানা বিষয়ে অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে থাকেন । তাহা পাঠ করে জাতি বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে । তাঁরা জাতির অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে জাতিকে সজাগ করে তোলেন এবং প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করেন । তাতে জাতি আপনার কর্ত্তব্য স্থির করার সুযোগ পায় । এই রূপে জাতি আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সচেতন হয়ে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হতে চলেছে । কারণ তরবারির শক্তি অপেক্ষা লিখনীর শক্তি অনেক বেশী, তাহা ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রমানিত হয়েছে। যে জাতি যত পুস্তক সংবাদ পত্র মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা পাঠ করেন সে জাতি তত জাগ্রত, উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে উঠে।

বর্তমান জাগরণের যুগে পৃথিবীর সকলদেশের সকল জাতি সকল সম্প্রদায় জেগে উঠছে । মিশর সুদান, লিবিয়া আলজিরিয়া, সিরিয়া, আরব, ইরান ইত্যাদি মুসলিম দেশগুলিও জাগছে । কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতের বিশেষ করে আমাদের ঝাড়খন্ড, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ মুসলিমদিগের মধ্যে তেমন কোন জাগরণ ও উন্নতি দেখতে পাই না । ইহাদের না আছে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা না আছে শিল্প ব্যবসা বানিজ্য চর্চা। আমাদের দেশে যতগুলি স্কুল কলেজ, লাইব্রেরী শিল্প ব্যবসায়, বানিজ্য প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা আছে তাহাদের প্রায় সবগুলিই হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত । স্কূল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা দশ ভাগের একভাগ অপেক্ষা ও বহু কম । লক্ষাধিক মুসলমানদের নিজেদের সংবাদপত্র, অর্ধ সাপ্তাহিক ; সাপ্তাহিক ; দৈনিক পত্রিকা নাই, এমন কি গুরু ভক্তি ও ধর্ম ভক্তি ও ইতি প্রায় হতে চলেছে । যে জাতির একদিন ছিল, নবাবী ও বাদশাহী সে জাতি ধর্মচুত শিক্ষাদিক্ষা চ্যুত এক ছোট কাজ পেয়েছে গরু গাড়ির গাড়ওয়ান হতে আরম্ভ করে মধ্যেখানে গোটা কতক সিড়ি টপকে একই বারে রিক্সার সামনের সিটে নামাজ রোজা করতে হাদিস কোরান পড়তে লজ্জা পায়, রাজ ভাষা শিক্ষার ও তাহাদের সময় নাই, দিন রাত্রি খেটেও তাহাদের ঘরে খাবার নাই । হে মুসলিম ! নর-নারী তুমি একবার জাগো জাগাও তোমার আত্বচেতনা, বল মনে মুখে, লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ, অনুসরণ কর মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ । মুসলিম তুমি জাগলে তোমার সমাজ জাগবে, সেই হারানো সুখের দিন গুলো আবার ফিরে আসবে ইনশাঃ ।

ধর্মীয় ত্রৈমাসিক "সুন্নী জগৎ" ও আরো দুই একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ইহাদের গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা খুবই কম, লেখকের সংখ্যা আরো কম । আবার সমাজ হিতৈষী চিন্তাশীল লেখকের সংখ্যা তাহা অপেক্ষাও কম । তাঁহারা পরিশ্রম করে বহুক্ষতি স্বীকার করে যাহা লিখেন, তাহা মন দিয়ে পাঠ করেন গভীর ভাবে চিন্তা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেন এমন পাঠক খুবই কম । জাতীয় ধর্মীয় পুস্তক পত্র পত্রিকা কিনি বার ও পড়িবার জন্য আমরা আমাদের মুসলিম ভাই-ভাগিনীদিগকে বার বার অনুরোধ করছি । কিন্তু আমাদের অনুরোধ আধিকাংশ স্থলেই উপেক্ষিত হয়েছে । তাঁহারা বিবিধ বিলাস-ব্যসনে অর্থ ব্যয় করতে পারেন । কিন্তু শিক্ষা ও ধর্ম্মের জন্য, গঠন মূলক কার্যের জন্য অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন । তাঁহারা কুবিদ্যায় কুসংস্কার, শের্ক, বিদআত বিজাতীয় তায় অর্থব্যয় করতে পারেন কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান ইসলামের জন্য অর্থব্যায় করতে খুবই কুণ্ঠিত। এই জন্যই, ঝাড়খন্ড,, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদিগের মধ্যে জাগরণ আসে না এবং তাঁহার উন্নতি ও হয় না ।.কিন্তু হতাস হলে চলবে না যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হয় এবং তাঁহাদের মধ্যে জাতীয় ধর্মীয় পুস্তক পত্র পত্রিকা পাঠে আগ্রহ-জাগ্রত হয় সেচেষ্টা আমাদেরই করতে হবে । আমাদের নায়েবে নবী, মৌলবী, মাওলানা, ও পীর সাহেবগণেরও স্কূল কলেজ শিক্ষিত মুসলিম ভ্রাতা ভগ্নীগণের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করছি।

আমাদের ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা বৈশিষ্ট, আমাদের অভাব অভিযোগ, আমাদের জাগরণ ও উন্নতি এবং জাতীয় সংবাদ পত্র, ত্রৈমাসিক ও মাসিক পত্রিকা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও জাতীয় পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন । এসব আমাদের নিজেদেরই কর্ত্তব্য কার্য্য ইহা অপরের দ্বারা সম্ভব নয় । মুসলমান যদি মুসলমানকে ও ইসলামকে রক্ষা না করে তবে কে করবে ? ইহার জন্য আমরাই দায়ী।

) = (

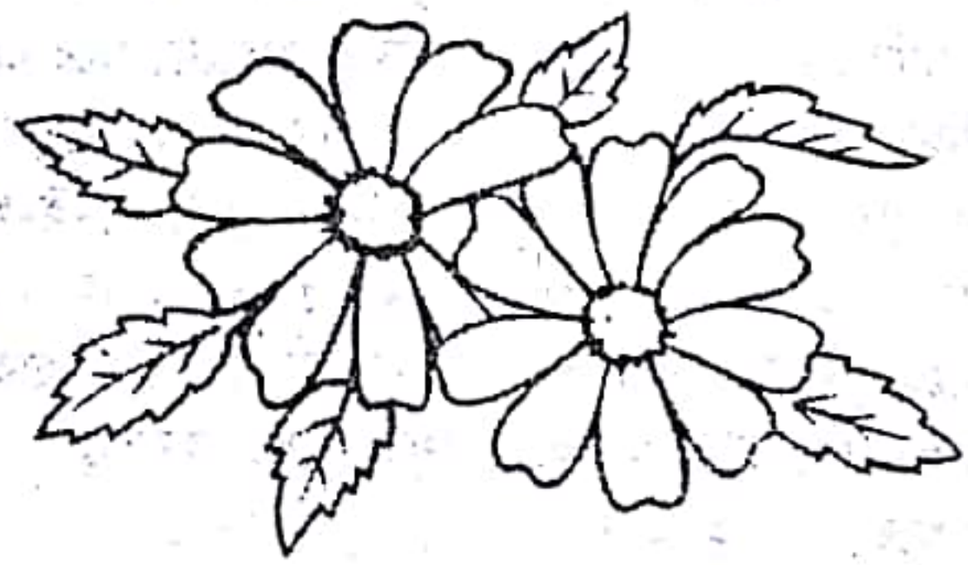

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবদান

মোহাঃ আকরাম আলী
সহকারী শিক্ষক দারুল উলুম আশরাফুল আউলিয়া
উত্তর লক্ষীপুর, মালদা

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানীক আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন - "Religion without science is lame and science without religion is blind" একজন বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্ক মনীষী কেন যে ধর্মকে এতখানি - গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটাই বিস্ময়কর। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে দেখব, ধর্ম ও বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞান-সাধনার পৃথক পৃথক কোন প্রকোষ্ট নয়, উভয়ের সঙ্গে উভয়ের নিবিড় যোগাযোগ।

'ধৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ হোল ধর্ম যার অর্থ হল যা ধারন করে। ধর্ম মানুষের সত্যবোধ, নীতিবোধ - এক কথায় জীবনের পক্ষে যা-কিছু মঙ্গলকর তাকেই ধারন করে। আর বিজ্ঞান কথার অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান। ধর্ম সৃষ্টির মূলে আছে ব্যক্তি তথা সামাজিক মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নের নিগূঢ় প্রচেষ্টা তথা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। জীবনকে সমাজকে ব্যাপক অর্থে জনমানসকে সুশৃঙ্খল পথে পরিচালিত করতে চাই ধর্ম। ধর্ম বেত্তাগন এক্ষেত্রে তাদের দুরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আলোক দ্বারা অন্ধকার অপসারন করে বদ্ধ - দৃষ্টি মানুষের সামনে নতুন সত্যের দ্বার উদঘাটন করে দিতে চেয়েছেন।

ধর্ম হচ্ছে উপলব্ধির ব্যাপার, আর বিজ্ঞান প্রয়োগধর্মী। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনুমান ও উপলব্ধির প্রয়োজন। সে জন্যই বলা হয় বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, দর্শনের সেখানে সূচনা। অর্থাৎ জড়বাদই বিজ্ঞানের শেষ কথা নয়। ধর্ম ও বিজ্ঞান দুয়েরই লক্ষ্য সত্যান্বেষন। কিন্তু বিজ্ঞান তা করে বর্হিজগতে, আর ধর্মের সত্যান্বেষন মানুষের মনোজগতেও পরিব্যাপ্ত।

কেবল বস্তুবাদ বা জড়বাদ বিজ্ঞানকে সংকলিত জিনিষের স্তুপে পরিনত করে। বস্তুত আধগত্মিকতার কল্যানময় স্পর্শ ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের নব নব গবেষণা মানব কল্যানের কাজে আসে না। অথচ ধর্ম ও আধগত্মিকতা আজ গর্বান্ধ বিজ্ঞান সাধকের কাছে উপেক্ষার বিষয়বস্তু। তাই চতুর্দিকে আজ নাস্তিক্যবাদী কবন্ধ সভ্যতা ছিন্নমস্তার মতো নিজেই নিজের রুধির পানে উন্মত্ত।

একজন বাঙালী কবি যথার্থই বলেছেন, -

"নাই রাহমান, নাইকো ধর্ম যাদের শিক্ষামূলে
ছিন্নমস্তা শিক্ষা যে শুধু শয়তানি স্কুলে"।

তাই বিজ্ঞান শিক্ষার পূর্বে ধর্মীয় শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, তাহলেই বিজ্ঞানের আসল স্বরুপ উদঘাটন করা সম্ভব হবে।

প্রবিত্র কোরান ও হাদিষের উপর গবেষনা চালিয়ে মুসলমানরা যে উন্নতির চরম মার্গে পৌছাইতে পেরেছিলেন এসম্পর্কে মনীষী Sarton জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের জ্ঞানের স্বীকৃতি ঘোষনা করে বলেছেন - The main task of mankind was accomplished by Muslims. The greatest philosoplur al - Farabi was a Muslim. the greatest mathematicians. Abul Kamil and Ibrahim Ibn Sinan were Muslims. the greatest geographer and encyclopaedist. al - Masudi was Muslim. the greatest historian al - Tabari was still a Muslim.

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরান পাকের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যে ঘোষনা করেন, - এটা বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। (আল কোরআন) অন্যত্র আল্লাহ পাক পবিত্র কালাম পাকের মধ্যে ঘোষনা করেন, - "নিশ্চিতরুপে আমি এই কোরআনে মনুষ্য জাতির জন্য সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছি। বস্তুত এটি সমস্যার সমাধান কারী মহান গ্রন্থ। অবহেলা অবজ্ঞার বস্তু নয়"। (আল কোরান)

পবিত্র কোরান পাকের মধ্যে বর্ণিত উপরি উক্ত আয়াত গুলির উপর গবেষণা করে মুসলমানেরা পৃথিবীর বুকে উন্নতির চরম মার্গে পৌছেছিলেন তার কিছু প্রমান তুলে ধরছি।

জাবের ইবনে হাইয়ান। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের জনক। রসায়ন শাস্ত্রের উপর আল জাবের বাইশটি পুস্তক রচনা করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর পর তার রচিত গ্রন্থাবলী এশিয়া ও ইওরোপে রসায়ন বিদ্যার প্রমান্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চাত্যের বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন যে তিনি অনেক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ তৈরী করেছিলেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান সূত্রঃ ভস্মীকরন (Calcination) ও লঘুকরন (Reduction) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং বাষপী ভবন (Evaporation) উর্ধপনা (Sublimation) তরলীকরণ (Melting) স্ফটিকীকরণ (Crystalliazàtion) প্রভৃতি সূত্রাদির প্রভূত উন্নতি সাধন করে পরবর্তী গবেষনার পথকে সুগম করে দিয়েছেন। আবু বকর মোহাম্মদ আর রাখী হচ্ছেন মুসলমানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার। তিনি ১১৩টি গ্রন্থ ও ২৮টি পুস্তকের রচয়িতা, যার মধ্যে ১২টি রসায়ন বিজ্ঞানের উপর রচিত।

আলী ইবনে আববাস ছিলেন একজর চিকিৎসক। তিনি সুলতান অদুদ দৌলার সৌজন্যে (৯৪৯ - ৯৮৪খ্রীঃ) রচনা করেছিলেন তার প্রসিদ্ধ পুস্তক "আল - কেতাবুল মালেকী"। এই পুস্তকটি "কামেলস সিনআতুত তিব্বিয়া" নামেখ্যাত। যার অর্থ দাঁড়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওষুধের পুণাঙ্গ শব্দ কোষ। কেতাবুল মালেকীয় অধিকাংশ পৃষ্ঠায় রোগীর খাদ্য ও ওষুধ প্রস্তুতের নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নাম আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা (৯৮০ - ১০৩৭খ্রীঃ) চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অমর অবদানের জন্য আরবগণ তার নাম দিয়েছিলেন "আশ-শায়খ আর রাইস" চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের শিক্ষক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের রাজকুমার। আরব জাতির এই জ্ঞানী ভাষাতত্ত্ববিদ কবি, দার্শনিক চিকিৎসকের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিল।

ইবনে সিনা চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর তার আর একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। যার নামকরণ তিনি দিয়েছিলেন "আল কানন ফিত্তির" ইবনে সিনার এই গ্রন্থটি সমগ্র এশিয়া ও ইওরোপের মহাবিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ্যরুপে গৃহীত হয়। বর্তমান শতাব্দীতে এই গ্রন্থের একটা ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যার নামকরন করা হয়েছে A treatise on the Canon of Medicine of Avicena - gruner (London 1930) এটা লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি বিজ্ঞান সম্মতভাবে রোগ নির্ণয়ের পন্থা ও পদ্ধতির উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেছে। এতে ৭৬০ প্রকার ওষুধ প্রস্তুতের কথা বর্ণিত আছে। ডক্টর ওসলার একে মেডিক্যাল বাইবেল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে ঈসা একজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি চক্ষু চিকিৎসার উপর ৩২টি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তার এই সমস্ত আরবী গ্রন্থের মধ্যে 'তাঝকেরাতুল কাহহালীনি' এই গ্রন্থটিতে ১৩০ প্রকার চক্ষু রোগের বর্ণনা আছে। প্রাচ্যদেশে এখনও এর ব্যবহার অব্যাহত আছে।

প্রত্যেকটি বিষয়ে মুসলমানদের অবদান স্মরণীয় যুদ্ধের উন্নত কৌশল ও বারুদ আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বিখ্যাত আরবী গ্রন্থ তারাই লিখেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। যার নাম হচ্ছে - "আল ফুরুশিয়া ওয়াল মানাসিব আল হারাবিয়া"

কোরআন ও হাদিসের উপর গবেষণা চালিয়ে ২৭৫টি গবেষণা মূলক গ্রন্থ যিনি একাই লিখেছেন বিশ্ববাসীর জন্য তিনি হচ্ছেন প্রাচীন বিজ্ঞানী জনাব আল কিন্দি। তার গ্রন্থগুলি আজও

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিজ্ঞান জগতে পুঁজির মত ব্যবহৃত হচ্ছে। মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজেমি ইনিই পৃথিবীতে প্রথম বীজগণিতের জন্মদাতা এবং তিনি শূন্যের (০) ও জন্মদাতা। 'হিসাব আল জাব্বার আল মুকাবেল'। গ্রন্থটি তার বিরাট অবদান।

তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৪ অংশ । আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৮অংশ তোমরা যা ওসিয়ত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋন পরিশোধ করার পর । যদি পিতা, মাতা বা সন্তানহীন কোনও পুরুষের বা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে, তার এক বৈপিত্রিয় ভাই বা বোন , তবে প্রত্যেকের জন্য ১/৬ অংশ (সুরা নেসা, আয়াত ১২)

কেউ মারা গেলে যদি সে সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/২ অংশ আর যদি বোন সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ২/৩ অংশ (সুরা নেসা, আয়াত ১৭৭)

পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে,-- তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিতত্ব সম্পর্কে চিন্তা (গবেষনা) কর।

যদি কোন নর বা নারী এক কন্যাকে উত্তরাধিকারী রেখে যায় , তাহলে সে ১/২ অংশ পাবে, আর যদি দুই বা ততোধিক কন্যাকে রেখে যায় তাহলে তারা মিলে ২/৩ অংশ পাবে (আল হাদিস)

আল্লাহ একজন নরের জন্য দুজন নারীর অংশ নির্ধারিত করেছেন, পিতা মাতার প্রত্যেকের জন্য ১/৬ অংশ নির্ধারিত করেছেন, স্ত্রীর জন্য ১/৮ অংশ এবং ১/৪ নির্ধারিত করেছেন এবং স্বামীর জন্য ১/২ অংশ (মৃত্যের পুত্র না থাকলে) ও ১/৪ অংশ (মৃত্যের পুত্র থাকলে) নির্ধারিত করেছেন ।

উপরোল্লিখিত কোরআনের আয়াতাদি ও হাদিসাবলীর মধ্যে সংখ্যাত্ব ও ভগ্নাংশের উল্লেখের ফলে মুসলিম মনীষীবৃন্দ সংখ্যাতত্ব, গণিত ও বীজগণিত নির্বিশেষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রত্যেক শাখাতেই বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান।

ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন জনাব ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ। তার মূল্যবান গ্রন্থটির নাম মুজাম আল উবাদা।

বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলর্বাট আইনস্টাইন বলেছেন, - "Science can denature the Plutonium, but it cannot denature the evils in man".

"বিজ্ঞান ইউরেনিয়াম হইতে গঠিত মৌল পদার্থের গুনগত মান পরিবর্তন করতে কিন্তু পারে মানুষের অসৎ কু-প্রবৃত্তিকে পরিবর্ত্তন করতে পারে না"। তাই এর জন্য চাই ধর্মের অনুশাসন।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লোহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, - কোরআন ব্যতিরিকে যে অন্যত্র সুপথ খুঁজতে যাবে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন।

কোরআন আল্লাহর দৃঢ় রজ্জু, বিজ্ঞান সম্মত নীতি - বানী, সত্যের সরল পথ। যিনি কোরআন অনুযায়ী কথা বলেন, তিনি সত্য বলেন, যিনি কোরআন অনুযায়ী কার্য করেন তিনি পুরস্কৃত হন। যিনি কোরআন অনুযায়ী বিচার করেন, তিনি ন্যায় বিচার করেন। যিনি কোরআনের দিকে আহবান করেন, তিনি সত্যের পূন্যময় পথেই আহবান করেন।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে পবিত্র কোরআন ও পবিত্র হাদিম শরীফের উপর দক্ষতা অর্জন করে, পার্থিব শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করা। তাহলেই বিজ্ঞানের আসল স্বরুপটা উদঘাটন করা সহজ হবে। কারন পার্থিব জীবন ও অপার্থিব জীবনের সমন্বয়েই মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজেকে জানা

মাওলানা মোঃ কাইমুদ্দিন রেজবী

সমস্ত প্রসাংশা মহান আল্লাহ পাকের যিনি সমস্ত সৃষ্টিকর্তা, রুজিদাতা, পালন - কর্তা। অতঃপর দরুদ ও সালাম অবতীর্ন হউক সেই মহানের প্রতি যিনি সমস্ত বিশ্ব - ভূমন্ডলের উত্তম প্রদীপ, নবী মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহ আলায়াই ওয়া সাল্লামের উপর।

পূর্বের আম্বিয়ামে কেরাম গনের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, - "আরিফ নাফসাকা তারিফ রাব্বাকা।" অর্থাৎ মানুষ তুমি তোমাকে চিন, তবেই আল্লাহকে চিনতে পারবে। আসার ও আখবারের দ্বারা প্রমানিত যে (সাহাবীগনের কাওল ও ফেল কে আসার এবং হাদীসে নববীকে - আখবার বলে।) "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফ রাব্বাহু", অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পেরেছে সে খোদাকে চিনেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে মানুষের দিল আয়নার মত। যে ব্যক্তি নিজের অসতিত্ব নিয়ে গবেষনা করে সেই ব্যক্তি তার দিলের আয়নাতে তার রবকে জানতে পারবে। আল্লাহর পরিচয় লাভে নিজের অর্থাৎ নকসের পরিচয় লাভ অবশ্য দরকার। নিজেকে জানা ব্যতিত খোদার পরিচয় লাভ সম্ভবপর নয়।
এক্ষুনে নাফসের আলোচনা অবশ্য দরকার -

মাঁখদুখে জাহান হযরত শাইখ শারফুদ্দিন ইয়াহহিয়া মনিরীরাহ মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন এবং তরিকাতের উলামায়ে কেরামগন একমত যে খোদা পর্যন্ত পৌছানর রাস্তা না আসমানে আছে না জমিনে না আরশে না কুরসীতে, না লৌহে না কলমে, ইহা রয়েছে মানুষ তোমারই মধ্যে। পবিত্র কালাম পাকে আল্লাহ পাকের এরশাদ - "ওয়া ফি আন ফুসিহিম আফালা তুবসেরুন।" অর্থাৎ খোদা পর্যন্ত পৌছানোর রাস্তা তোমার মধ্যেই রয়েছে, তুমি লক্ষ্য করো না। যে পথ দ্বারা রব পর্যন্ত পৌছান যায় তাকে হোকামা নাফসে নাতেকা বলে, আহলে তাসাউফের ভাষায় রুহ, কালব ও নাফস বলে। শব্দ বিভিন্ন হলেও একই অর্থবোধক।

হাকিকাতে ইনসানী অর্থাৎ মানুষের হাকিকাত আল্লাহ কে চিনার আয়না। এই কারনেই বলা হয়েছে - "ইন্নাল্লাহা খালাকা আদমা আলা সুরাতেহী।" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস সালাম কে তাঁর গুনাবলীর উপরে পয়দা করেছেন। সেই সম্মানে আল্লাহ পাক নুরী ফারেস্তার দ্বারা মাটির আদমকে সাজদা করাইয়াছেন এবং আঠার হাজার মাখলুকের উপস্থিতিতে খেলাফতের তাজ পরাইয়া ছিলেন।

খোদার রহস্য পর্যন্ত পৌছান, রুহকে দর্শন করা ও তার নুরে আলোকিত হওয়াকে মারেফাতে নাফস বলে, নিজকে চেনা যায়। আমি আমাকে কি করে চিনতে পারব এই প্রসঙ্গে তাসাউফ জগতের ইমাম হযরত গাজজালী রাহমাতুল্লাহি আলায়াই তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব কিমিয়ায়ে সায়াদাত এ বর্ণনা করেছেন যে কেবল মাত্র নিজেকে চিনতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে না কারন জন্তু জানোয়ার পশু - পক্ষী তো নিজেকে জানে ও চেনে এবং তার ভিতর বাহির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কে কাজে লাগায়। রাগ হলে মারামারি করে ঝগড়া করে, খিদে পেলে খাবার খায়, বাচ্চা জন্ম দেয়, হিংসা বিদ্বেষ করে অনুরুপ মানুষ ও ভিতর বাহির তার অঙ্গ - প্রত্যঙ্গকে চিনে, ক্ষিধায় খাবার খায়, পিপাসায় পানি পান করে, ঝগড়ায় মারামারী করে, খাহেসের বশীভূত হয় বা হারাম কর্ম করে। তা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হলে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য কোথায়? নিজেকে চিনা অর্থাৎ মারেফাতে নাফস বা নাফসকে চিনা ও জানার প্রকৃত অর্থ হল তোমার আসল হাকিকাত জানা। তুমি কোন বস্তু, কোথা থেকে এসেছ তোমাকে আল্লাহ কি জন্য পাঠিয়েছেন। যদি খাওয়া পরা শক্তিশালী হওয়া আরাম আয়েসে লিপ্ত হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে জানুয়ারের চরিত্রের উপর তোমার মৃত্য হবে। যদি লড়াই করা ঝগড়া করা মারামারি করা তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে হিংসুক পশুর মতো তোমার স্বভাব হবে। আর যদি পর-নিন্দা, মারামারী, বাটপারী, ধোকাবাজী, ফেতনাবাজী তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে শয়তানীতে তোমার জীবন অতিবাহিত হবে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে নিজেকে ফারেস্তার চরিত্রে চরিত্রবাণ হতে হবে, নাবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়াই ওয়াসাল্লামের অনুসরন অনুকরন করতে হবে। সমস্ত অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশের তাবেদার হতে হবে। নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়াই ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন - "আলমুজা হিদু মান জাহাদা নাফসাহু ফি তায়াতিল্লাহ।" অর্থাৎ পূর্ণ মুজাহিদ সেই ব্যাক্তি যে আল্লাহর তাবেদারীর জন্য নিজ নফসের সঙ্গে জেহাদ করে। হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের ময়দান হতে ফিরে বলেছিলেন, জেহাদে আসগর থেকে ফিরে এলাম এখন জেহাদে আকবর আমাদের করতে হবে। ওহদ, বদরের ময়দানে যে লড়াই তাকে জেহাদের আসগর (ছোট জেহাদ) বলা হয়েছে এবং নাফসের বিরুদ্ধে যে লড়াই তা জেহাদে আকবর (বড় জেহাদ)। ইহার কারণ লড়াই এর ময়দানে দুষমন কে দেখা যায়, ধরা ছুয়া যায় এবং এই যুদ্ধ কিছু সময়ের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু নাফসকে দেখা যায় না ধরা ছুয়া যায় না। প্রতি কাজ কর্মে শয়নে স্বপনে জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে নাফসের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তায় ইহা জেহাদ আকবর। এই দুষ্ট নাফসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতেই নাফসের পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

ইমাম গাজজালী রাহমাতুল্লাহি আলায়াহি মুকাশেফাতুল কুলুবকিতাবে বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি তার নাফসকে ফানা করে দেয় রাব্বুল আলামীন তাকে রহমতের কাফনে লেপটে সম্মানিত জমিনে দাফন করেন। আর যে ব্যক্তি নাফসের গোলাম তাকে লানতের কাফনে জড়ে আজাবের জমিনে দাফন করা হয়। নাফস শয়তান হতে ও তোমার বড় দুষমন। নাফসের বিরুদ্ধে সর্বদা সচেতন থাকা জরুরী। তা না হলে নাফসের গোলাম হয়ে গোনাহের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে মৃত্যু হয় ও জাহান্নাম হয়ে যায়।

হযরত মালিক বিন দিনার রাহমাতুল্লাহি আলায়াহি একদিন বসরার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। দোকানে সুন্দর আনজির ফল দেখে তাঁর নাফস খেতে চাইল। কিন্তু তাঁর নিকট কোন টাকা পয়সা না থাকাই তিনি দোকানদারকে বললেন - আমার নিকট কোন টাকা পয়সা নাই আমার এই জুতো জোড়ার পরিবর্তে কিছু আনজির ফল দাও। দোকানদার বললো, - আপনার জুতোর পরিবর্তে কিছুই পাওয়া যাবে না। হযরত মালিক বিন দিনার খালি হাতে ফিরে আসলেন। পরে দোকানদারকে একজন বললো, - আপনি এ ব্যক্তিকে চেনেন। তিনি মাদিনা শরীফের বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত মালিক বিন দিনার। তখন দোকানদার নিজ ভূল বুঝতে পেরে তার এক গোলামকে এক টুকরী আনজির দিয়ে বললো - যদি তুমি এই আনজির মালিক বিন দিনার কে দিয়ে আসতে পার তাহলে তুমি গোলামি হতে আজাদ। গোলামটি আনজিরের টুকরী নিয়ে তাঁর নিকট হাজির হয়ে বললো - হযরত, দোকানদার এই আনাজির আপনার জন্য পাঠিয়েছেন, আপনি দয়া করে গ্রহন করুন। কিন্তু হযরত মালিক বিন দিনার তাহা আর গ্রহন করলেন না। গোলাম বারবার অনুরোধ করে ও রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বললো - হযরত, আপনি ইহা গ্রহন করলে আমি আজাদ হয়ে যাব। দয়া করে কবুল করুন। হযরত বললেন - তুমি আজাদ হবে আর আমি যে হালাক হয়ে যাব। আমার নাফস খেতে চেয়েছিল, তাকে খেতে দিলে নাফসকে সন্তুষ্ট করা হবে। আমি কসম করছি জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনদিন আনজির খাব না।

আর একবার হযরত মালিক বিন দিনার তাঁর মৃত্যের পূর্বে সারিদ (আরবের এক উত্তম খাবার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

খেতে চাইলেন। তাঁর ইচ্ছামত খাবার তৈরী করা হল, খাবার সামনে আনা হল, তিনি খাবারে হাত দিয়ে হাত টেনে নিলেন এবং নিজের নাফসকে লক্ষ্য করে বললেন - সারা জীবন ধৈর্য্য ধরে শেষ সময়ে আর ধৈর্য্য রাখতে পারবি না? তারপর সারিয়া হতে হাত সরিয়ে নিলেন। এ ভাবে সারা জীবন নিজ নাফসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে কৃতকার্য হয়ে খোদার বন্ধুত্ব লাভ করে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহন করলেন। সুতরাং মানজিলে মাকসুদে পৌছানোর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করা। নফসের গোলামীতেই মনুষ্যত্বের পতন।

) = (

অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ৩য় খন্ড প্রসঙ্গে

এম. এম. এ আলী আল মোজাদ্দেদী

(জনাব মহম্মদ আজিজুল হক কাসেমী প্রণীত - "অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ৩য় খন্ড" পুস্তকের প্রতিবাদে)

পূর্ব প্রকাশিতের পর –

আজিজুল হক কাসেমী সাহেবের পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় উক্তি - "বাংলা ভাষী আমীর হাসান..... গ্রহন যোগ্য নয়।" বাংলা ভাষী আমীর হাসান এমন এক অখ্যাত ব্যক্তি যিনি সম্ভবতঃ দাড়ি মুন্ডন করে অকর্ম, কু-কর্ম করে ফিরে বেড়িয়ে শেষে তবলীগের বা দৌলতে পরহেজগার মুত্তাকী সেজে মোনাফেকী চরিত্র লয়ে দ্বীনের খিতমাতে লিপ্ত হয়েছেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ও সাল্লাম কে জন্তু জানোয়ারের সমগোত্রে দাঁড়া করানো পন্থীদের পন্থা সোচ্চার করনে নবী পাককে দর্শন করেন তিনি। জনাব আমীর হাসান সাহেব রশীদী, থানবী, ওহাবী বৃদ্বি করনে দ্বিনের খিদমাত করায় নাবী পাক খুশি হয়ে তাকে দর্শন দিয়ে বলেন, আমীর হাসান আমার ইলম - হায়েদ। উমার বালক পাগল চতুস্পদ জন্তু জানোয়ারের মতো, আশরাফ আলী থানবী হক কথাই বলেছেন। আশ্চর্য আপনাদের কথা ও দিনের খিদমাত!

এই আমীর হাসানের স্বপ্নের মোকাবেলায় মাকামাতে খায়ের এ বর্ণিত নীর সাইয়েদ মোহাম্মাদ জিলানী বাগদাদী সুম্মাল মাদানী? যিনি হায়দ্রাবাদ ও মক্কা-মদিনায় বিশিষ্ট একজন আলেম বুজর্গ বলে ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর নাবী পাককে স্বপ্নে দর্শন করা কি কাসেমী সাহেবদের গ্রহন যোগ্য হতে পারে ? বাংলা ভাষী আমীর হাসানের স্বপ্নের মোকাবেলায় পীর সাইয়েদ জিলানীর স্বপ্ন দর্শনটি গ্রহণ যোগ্য নয় বলা আজিজুল হক সাহেবের ছাগলে কিনা খায় পাগলে কিনা বলে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় উক্তি।

সাইয়েদ মোহাম্মদ জিলানী বাগদাদী পীর সাহেব স্বপ্ন মধ্যে নাবী পাকের নিকট মদিনায় বসবাস ও কবর হওয়ার আরজ এবং উহার মঞ্জুর হওয়ার নজীর হিসাবে ১৩৬৪ হিঃ তে পীর বাগদাদী সাহেবের মাদিনায় ইন্তেকাল ও কবরস্থ হওয়ার মোকাবেলায় কাসেমী সাহেব হঃ হাজি ইমদাদুল্লাহর মক্কা শরীফের এবং মাও খলিল আহমাদের মাদিনা শরীফে দাফন হওয়ার কথা উল্লেখ করে বাগদাদী পীর সাহেবের মাদিনা শরীফে দাফন হওয়ার সৌভাগ্যের বিষয়টি হেয় করতে চেয়েছেন।

মক্কা-মাদিনার সরজমিনে বহু বে-ঈমান কাফেরের কবর রয়েছে কাজেই মক্কা-মাদিনায় দাফন হওয়াটাই সৌভাগ্যের কথা নয়, ঈমানদারের জন্য উহা সৌভাগ্য,বে-ঈমান কাফেরের জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৌভাগ্য নয়।

বাগদাদী পীর সাহেবের আরজ ও নাবী পাকের মঞ্জুরী মোতাবিক দাফন হওয়াটাই তাঁর সৌভাগ্যের বিষয় এবং আরজ মোতাবিক তাঁর মাদিনায় বসবাস ইন্তেকাল ও কবর হওয়ায় তাঁর স্বপ্ন দর্শনটি নির্ভেজাল প্রমানিত হয়। উক্ত স্বপ্ন বিবরণে হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত এবারতে নাবী পাকের চরম বে-আদবী ও তৌহিন করা হয়েছে প্রমান করে।

হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত এবারাতের জঘন্যতা, বে-আদবী ধামাচাপা দিতে স্বয়ং থানবী সাহেবকে "বাসতুল বানান" লিখতে হলো, উহাতে পূর্ণ ধামাচাপা না পড়ায়, তৎপর তাকেই "তাগয়ীরুল উনওয়ানে ফি বাযে এবারতে হিফজুল ঈমান" পুস্তক লিখতে হলো, ইহাতেই প্রমান করে হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত এবারাতে নাবী পাকের শানে চরম বে-আদবী করা হয়েছে।

আনজুমানে ইরশাদুল মুসলেমীন, ৬বি, শাদাব কলোনী, হামিদ নেযামী রোড, লাহোর হতে "আশশে হাবুস সাকেব" কেতাব খানি আর ও দুইটি পার্ট সহ ছাপান হয়েছে। যা আমাদের নিকট রয়েছে। প্রচ্ছদ পটের পরেই লিখা হয়েছে "আশ শেহাবুস সাকেব আলাল মুস্তারেক্বিল কাযেব আয শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী, মায়াহু গায়াতুল মামুল আখ আল্লামা সাইয়েদ আহমদ আফনদী বারজাঞ্জী, আর একটি পার্ট "তার গিমে হিযবুশ শায়তান বে তাসবিবে হিফজুল ঈমান আয হযরত মাওলামা আবুর রেজা মোহাম্মাদ আতাউল্লাহ। এই কিতাব ছাপানোর পর দ্বিতীয়বার আর উক্ত পার্ট দুইটির সাথে "আশশেহাবুস সাকেব" কোন মুদ্রনেই মুদ্রিত হয় নাই। উক্ত গায়াতুল মামুল পার্টে সওয়াল এবং আল্লামা বারজাঞ্জী প্রদত্ত দেওবন্দি উলামাদের উপর কাফের ফতওয়া দেওয়া হয়েছে।

নিম্নে উক্ত গায়াতুল মামুল এর ২৯৬ পৃঃ হতে উদ্ধৃতি প্রদত্ত হল। "হিন্দুস্থান হতে আসা এক সওয়ালের জওয়াবে আমি এক সংক্ষিপ্ত রেসালা লিখেছিলাম। যার মসমুন ছিল, "হিন্দুস্থানের উলামাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে..... ওয়ামিন হুম আশরাফ আলী ..... ওয়া বাহায়েম।" অর্থ উহাদের একজন আশরাফ আলী যে বলেছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব জায়েদের কথা অনুসারে সহীহ হলে প্রশ্ন হচ্ছে মুরাদ (উদ্দেশ্য) বায ইলমে গায়েব (কিছু ইলমে গায়েব) না কুল (সমস্ত) যদি বায (কিছু) উহার মুরাদ হয় তো উহাতে হুজুর পাকের বিশেষত্ব আর কি আছে? এই রকম ইলমে গায়েব তো জায়েদ, উমার, বকর, এমন কি তামাম হাই ওয়ানত (সমস্ত জীবজন্তু) এবং বন্য জন্তু জানোয়ারের আছে। "..... আন্না সাবাতা আন হাউলায়ে তিলকাল মাকালাতিস সানিয়াতে হুম আহলো কুফরে ওয়া দালালান।" অর্থ - যদি ঐ লোকেদের ঐ সব খারাপ কথা প্রমান হয়ে যায় তা হলে তারা কাফের ও গুমরাহ।

জনাব কাসেমী সাহেব উল্লিখিত তার কেতাবের ৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "মক্কা মাদিনার উলামাদের প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে দেওবন্দের পক্ষ হইতে হিফজুল ঈমানের সেই বক্তব্য জানান হয়েছিল, তাহাতেও কতক গায়েবী ইলমের বিষয়ে পাগল ও চতুসুদ জন্তুর উল্লেখ রহিয়াছে তা সত্বেও মক্কা মাদিনা সহ আরব জাহানের আলিমগন তাহাকে সঠিক বক্ত্যব এবং আহলে সুন্নাতের বক্তব্য বলে সমর্থন করিয়াছেন। আল মোহান্নাদ কেতাবে যাহা ছাপার অক্ষরে জ্বল - জ্বল করিতেছে।"

গায়াতুল মামুল এ উল্লিখিত হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত এবারত এবং মূল হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত এবারাত হু-বাহু এক, কোনরুপ প্রার্থক্য নাই। আর সেই এবারাতের উপর আল্লামা বারজাঞ্জী কুফর ও গোমরাহী বলে ফতওয়া দিয়েছেন। অপর পক্ষে কাসেমী সাহেবের বক্তব্য মত হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত এবারাতটি "আল মোহান্নাদ" এর মাধ্যমে পেশ করে মক্কা-মদীনার ও আরব জাহানের আলেমরা সঠিক বক্তব্য ও আহলে সুন্নাতের বক্তব্য বলে সমর্থন করেছেন।

আল মোহান্নাদের প্রতি দৃষ্টিপাতে পরিদৃষ্ট হয়-

আল মোহান্নাদ পুস্তকে হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত এবারাতটি হু-বাহু উদ্ধৃত করা হয় নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চাতুর্য্যের সাথে এবারাতটি পেশ করা হয়েছে। আরবী "আল মোহান্নাদে" হিফজুল ঈমানের এবারাত টি ঠিক এই ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে - "উক্ত গায়েব বলতে কি বুঝায় অর্থাৎ গায়েবের প্রত্যেক বিষয় না কোন কোন গায়েব, যাই হোক না কেন, কোন কোন গায়েব যদি বোঝায় তা হলে রেসালাতে মা আব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খাস বলে থাকছে না। কেননা কোন কোন গায়েবের ইলম যদি ও সামান্য তথাপী যায়েদ ও উমার এমনকি বালক পাগল ও সকল চতুস্পদ জন্তু ও জীবের উহা আছে।"

শিশু কন্যার মাথা ঢাকতে সরমগাহ উলঙ্গ করার মতো জনাব কসেমী সাহেবদের এক দিক ঢাকতে আর এক দিক উলঙ্গ হয়ে পড়েছে ; যথা - তাদের চাল - চাতুরীর জঘন্য চরিত্র উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। এ রুপ রদ বদল করে সাধারন জনের চোখে ধুলা দেওয়া যায় কিন্তু আল্লাহর চোখে কি ধুলা দেওয়া যায়? এত কিছু করে ও হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত এবারাতের কুফরিয়াত ধুয়ে মুছে যায় নাই। আশ শেহাবুস সাকেব গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায় "লাতায়েফে রশীদিয়া" এর ২২ পৃষ্ঠায় একটি ফতওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । উক্ত ফতওয়ায় বলা হয়েছে, "যে শব্দে হুজুর সরওয়ারে কায়েনাতের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়, যদিও কাহনেওয়ালা হেকারাতের (তুচ্ছ - তাচ্ছিল্যের) নিয়াতে না করে থাকে তবু ও উহাতে কাহনেওয়ালা কাফের হয়ে যায়।"

স্বয়ং থানবী সাহেব বিশ্ব মুসলীমের ধিক্কার হতে রক্ষা পেতে তার "বাসতুল বানান" পুস্তকে লিখেছেন, "যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ইলমকে কোন মাখলুকের সমান বলবে সে ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাবে।" আল মোহান্নাদ ১৫ পৃঃ, বাসতুল বানান·২১ পৃঃ।

এই ভাবে আজিজুল হক কাসেমী সাহেবের বুজর্গগন নিজেদের ফতওয়ায় আবদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, ফেরাউনের ন্যায়।

কাসেমী সাহেবেরা যত কাগজ কলম লয়ে লড়াই করতে থাকবেন, ততই তারা ধাপে ধাপে কুফরিয়াতের চোরা বালিতে নিমজ্জিত হতেই থাকবেন। ঈমান ও সততা রক্ষার্থে এবং প্রকাশে ভুল স্বীকার করে নেওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল ।

দন্ত সুরক্ষা ঈমানের অঙ্গ

ডাঃ মোঃ নাসিরুদ্দিন রেজবী
মুরারই

দাঁত প্রতিটি প্রাণীর অমূল্য রত্ন। বিশেষ করিয়া মানব জাতীর অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। দাঁত যদি সুস্থ থাকে তাহা হইলে পাকস্থলীর খাদ্য হজম করিতে সহজ সাধ্য হয়ত । খাদ্য সঠিক ভাবে হজম হইলে শরীর সুস্থ থাকে এবং স্বাস্থ্য ভালো হয়, চেহারায় শ্রী বৃদ্ধি পায়। দাঁত উঠিয়া গেলে মুখ-মন্ডলের সোন্দর্য্য হারাইয়া যায়। এক কথায় শরীর সুস্থ সবল রাখিতে হইলে দাঁত যেন সুস্থ থাকে তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। দাঁতের যেন কোন অসুখ না হয় তাহার ব্যবস্থা স্বরুপ নিয়মিত দাঁতন ব্যবহার করিতে হইবে। ডাঃ এন. কে. ব্যানার্জী "হোমিও প্যাথিক প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, - দাঁত পরিস্কার রাখিতে সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। আহারান্তে প্রত্যেকবার মুখ প্রক্ষালন করিবে।" স্কার্ভি (Scurvy) নামক রোগে পারপিউরা (Purpura) বা ধূম্র এবং যাহাদের রক্ত স্রাব হইবার প্রবনতা থাকে তাহাদের দাঁতের মাড়ি দিয়া রক্ত স্রাব হয়। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

কালা জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের মাড়ি দিয়া প্রচুর পরিমানে রক্ত স্রাব হয়। কোন কোন লোকের সুস্থ্য অবস্থাতে ও দাঁতের মাড়ি হইতে রক্ত পড়ে। ইহা অনেক সময় অজীর্নর পরিচায়ক। দাঁতের মাড়ি গুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দাঁত গুলি অধিকতর লম্বা দেখায়।

দাঁত অপরিস্কার থাকার জন্য মুখ-গহবর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। যাঁহারা তামাক গুঁড়া বা গুল দ্বারা দাঁত মাজেন তাঁহাদের মুখ হইতে এক ধরনের বোখরানী দুর্গন্ধ বাহির হয় - যাহা পার্শ্ববর্তী লোকের বমি উঠিবার কারন হইয়া পড়ে। গুল ব্যবহার এক প্রকার নেশা। ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশী। গুল, মিশি ইত্যাদি দ্বারা দাঁত মাজন করা হোমিও মতে নিষেধ।

ডাঃ এন. কে. ব্যানাজ্জীর মতে দাঁতের "সকেট" (Socket) অর্থাৎ গর্ত যাহার মধ্যে উহা প্রেথিত অথবা "স্টাম্প" (Stump) অর্থাৎ পোঁকায় খাওয়া দাঁতের অবশিষ্টাংশের আশ পাশের দগ-দগে ঘা বা পুঁজময় অবস্থার নাম "পায়োরিয়া এ্যালভিওলারিস" (Pyorrhoea Alveoloris)।

দাঁতের উপর "টার্টার" (Tartar) অর্থাৎ কঠিন ময়লার "কোটিং" জমিতে দিলেই ক্রমশঃ তদ দ্বারা দাঁতের মাড়ি গুলি খাইয়া খাইয়া দুরবর্তী হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ দাঁতের গ্রীবা দেশের (Neck) চারিপার্শ্বে অতি ছোট-ছোট গর্ত্ত বা "পকেট" (Pocket) তৈয়ারী হয় এবং এবম প্রকার উৎপন্ন পকেট গুলি হইতে "সিরো পুরুলেন্ট ডিসচার্জ্জ" (Sero Purulent Disharge) অর্থাৎ "সিরাম".(রক্তাম্বু) এবং পুঁজ মিশ্রিত আস্রাব নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। অনেক সময় শোনিত রঞ্জিত আস্রাব দেখা যায়।"

উপরিউক্ত কারন বশতঃ রোগীর নিশ্বাসে এক প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয় এবং ঐ সমস্ত ময়লা অবিরত গলধঃ করন জন্য পাকাশ যদি মধ্যে আশোধিত হইয়া এক প্রকার পুরাতন "টক্সিমিয়ার অবস্থা অর্থাৎ শোনিতের বিষদুষ্ট অবস্থা আনয়ন করে। ইহার দরুন ভয়ানক রকমের ("ডিসপেপসিয়া") বা অজীর্ন দোষ ও তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষনাদি উৎপন্ন হয়।"

অনেক ক্ষেত্রে অযত্নের জন্য কোন-কোন লোককে সমস্ত দাঁত উৎপাটিত করিয়া কৃত্তিম দাঁতের আশ্রয় লইতে হয়। এ দন্তের "প্লেটের" নীচে অবস্থান কারী "স্টাম্পে" পূঁজোৎপত্তি হয়। তাহার প্রতিকার স্বরুপ দন্ত পোরি জমাট ময়লা সাফ করিয়া রাখিতে হইবে। যেন "পকেট" গুলিতে পূজোৎপত্তি না হয়। কৃত্তিম দাঁত গুলি কখন-কখন নবণ জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। পোঁকায় খাওয়া দাঁত গুলিকে "স্টাম্ফ" (Stump) মুক্ত করিতে না পারিলে ষোল আনা রোগ নিরাময় করিতে পারা যায় না। দাঁতকে ষোল আনা রোগ মুক্ত করিলে জগৎ পতি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত মহা বৈজ্ঞানিক ও মহা ডাক্তার হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সালামের ধার্য পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। যে পদ্ধতি প্রায় ১৪২৪ বৎসর পূর্ব্বেই শিক্ষা দান করনার্থে ফরমিয়েছেন, ওজু করিবার পূর্বে দাঁতন করা অতি আবশ্যক। যাহার বিস্তারিত বিবরন আলা হযরত মোজাদ্দাদে মিল্লাত আহমাদ রেজা খাঁন বেরেলবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে "ফাতাওয়া রিজবিয়ার" মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহা সাহমাহী হযরত বেলাল নামক উর্দু পত্রিকায়, প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ কেরিলাম।

দাঁতন করা সুন্নাতে ওজু

ওজু করিবার পূব্বেই দাঁতন করিয়া লওয়া সুন্নাতে ওজু। "খাল্লাফাল ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, ফইন্দাহু সুন্নাতি সসলাতে কামা ফিল বাহরে ওয়া গায়রেহী, "ইহাতে ইমামগনের মত বিরোধ। কেননা তাহাদের নিকট নামাজের সুন্নাত কামা ফিল বাহরে ওয়া গায়েরেহী" অর্থাৎ এক ওজুতে একাধিক ওয়াক্তের নামাজ যিনি পড়েন তাঁহার জন্য ওজু করা মাতলুব অর্থাৎ দাবী করা যায় না। যতক্ষন পর্য্যন্ত কোন কারনে মুখ মধ্যে কোন রূপ পরিবর্তন না আসে।"

"রাওজাতুন নাতেফি এবং বাদায়ের" মধ্যে লিখিত আছে, উহাকে "জাহেদী ক্বেফায়াতুল বাহকী"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইতে নকল করিয়াছেন দাঁতন ব্যবহার করা ওজু করিবার পূর্ব্বে ঠিক। ইহার দলিল সহি মোসলিম শরীফে লিখিত আছে, "হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্নিত হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওজু করার পূর্ব্বে দাঁতন করিতেন।"

"উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাওয়ায়েত করিয়াছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো ত্যালাইহে ওয়া সাল্লাম ওজুর ব্যাপারে দিনের বেলায় সতর্ক থাকিতেন এবং রাতে ওজু করিবার পূর্ব্বে অবশ্যই দাঁতন করিতেন। দাঁতনের প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহো আলায়হি ওয়া সাল্লামের অতি মোহাব্বাত ছিল।"

যদি কোন লোকের কাছে দাঁতন না থাকে তাহা হইলে কুল্লি করিবার সময় কম পক্ষে আঙ্গুল দ্বারা যেন দাঁত ও মুখ পরিস্কার করিয়া লয়। "আবু নঈম কেতাবুল মিশওয়াক" এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, "উমার বিন আওফুল মাজানি" হইতে বর্নিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দাঁতন না থাকা অবস্থায় আঙ্গুলি দ্বারা মুখ সাফ করাই যথেষ্ট।"

"হুলিয়াতে" বর্নিত আছে আঙ্গুল দ্বারা দাঁত শাফ করা "কায়েম মোকাম" অর্থাৎ স্থায়ী অবস্থান নয়। দাঁতনের অভাবে "কায়েম মোকাম" আঙ্গুলই হইতে পারে। "আল খোলাসা" এবং আইনিয়াহ এর মধ্যে লিখিত আছে, দাঁতন থাকিতে আঙ্গুল "কায়েম মোকাম" হইতে পারে না।

দাঁতন করা সুন্নাত অথবা মোস্তাহাব এই সম্বন্ধে মত বিরোধ থাকিলে ও "কুদুরি" এবং বেশীর ভাগ ফোকাহাগন সুন্নাতের মধ্যে সামিল করিয়াছেন। "ফাতা-হুজ্জাহ" তে আব্দুল্লাহ বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ননা করিয়াছেন, যদি সমস্ত বস্তির লোক সমূহ দাঁতন পরিত্যাগ করিবার জন্য এক মত বা একত্রিত হইয়া যায় তাহা হইলে ও আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব এমন ভাবে যেমন কাফের বা মুর্তাদ গনের সঙ্গে লড়াই করিতে হয়। যেন কোন লোক সুন্নাত পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা না করেন। "দুর্রে মোখতারে" বর্নিত আছে, দাঁতন করা সুন্নাতে মোয়াক্কেদাহ। হেদায়াতে মোস্তাহাব লিখিয়াছেন।

"সহি-হীন" এর মধ্যে লিখিত আছে, "নাবী করিম সল্লাল্লাহো আলাইহে ও সাল্লাম ফরমাই য়াছেন, যদি আমার খেয়াল না হইত যে, আমার উন্মাত মুসকিলে পড়িয়া যাইবে তাহা হইলে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের ওজুর পূর্ব্বে দাঁতন করিবার হুকুম জারি করিতাম।" "নাসায়ী শরীফে আছে প্রতি ওজু করিবার পূর্ব্বে দাঁতন করিবে।"

"মুরসাল," (এক হাদিসে) লিখিত আছে, নাবী কারিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ওজু ইমানের অংশ এবং দাঁতন ওজুর এক অংশ।" উহা আবু বাকার বিন আবি শ্বায় বাহ, হাসান বিন আতিয়াহ হইতে রাওয়ায়েত করিয়াছেন, ছয়জন সাহাবা "কেতাবুল ঈমানের মধ্যে বর্ননা করিয়াছেন, দাঁতন করা ওজুর অর্দ্ধেক আর ওজু করা ঈমানের অর্দ্ধেক। অর্থাৎ ঈমান ওজু ছাড়া পূর্নতা লাভ করিতে পারেনা এবং ওজু দাঁতন ছাড়া পূর্ন হয় না।"

প্রতি মানুষের দাঁত সম্বন্ধে স্বচেতন থাকা বা ব্যবস্থা পরায়ন হওয়া একান্তই উচিত। কেননা বিজ্ঞান দাঁত সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপনা করিয়াছে, তাহার অনেক পূর্ব্বে আখেরী নবী মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সুস্থ শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার পূর্ন সুব্যবস্থা করিয়াছেন নামাজ, রোজা, ওজু ও দাঁতনের মাধ্যমে। মোসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ দাঁতন করুন তারপর ওজু করুন অতঃপর নামাজ পড়িয়া আত্ম সুদ্ধি লাভ করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করতঃ সুস্থ শরীরে জীবন যাপন করুন।

আমিন! আমিন! আমিন!

) = (

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফযিলতে মাহে রমজান

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

১) হাদীসে শরীফে বর্ণিত আছে যে যে ব্যক্তি হুজুর আলায়হিস সালামের পবিত্র নাম শুনে দরুদ শরীফ পড়ল না, বৃদ্ধ পিতা মাতা অথবা তাদের যে কোন একজন পেয়ে সেবা করে বেহেস্তী হ'তে পারল না, জীবনে মাহে রমজান পেয়ে ও জাহান্নামে থেকে মুক্তি লাভ করতে পারল না সে ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাক বলে দুয়া করেছেন হযরত জিবরিলে আমিন এবং উক্ত দুয়ায় আমিন পড়েন স্বয়ং নবী মহম্মদুর রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ।

২) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেবল হযরত জায়েদ ইবনে হারেসের নাম, মহিলাদের মধ্যে কেবল হযরত মরিয়মের নাম এবং ১২ মাসের মধ্যে কেবল মাসে রমজানের নাম কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে।

৩) হুজুর আলায়হিস সালাম এরশাদ করেন যে মাহে রমজানের পূর্ণ তাৎপর্য আমার উম্মত যদি জানতে পারত তাহলে সমস্ত বছরই মাসে রমজান হওয়ার আকাংঙ্খা করত ।

৪) হাদীসে শরীফে বর্ণিত হয়েছে দয়ার নবী মোস্তাফা কেরামান কাতেবীন ফারেস্তাদের নির্দেশ দেন যে তাঁরা যেন মাহে রমজানে উম্মাতে মহম্মদীর পাপ না লিখে কেবল নেকী-ই লিখেন।

৫) হুজুর পাক আলায়হিস সালাম বলেছেন যে "রজব" আল্লাহর মাস, "শাবান" আমার মাস এবং মাহে রমজান আমার উম্মাতের মাস ।

৬) নামাজ ইত্যাদি এবাদত বন্দেগী ফারেস্তাসহ অন্যান্য সৃষ্টি ও করেন । কিন্তু রোজা একমাত্র মানব জাতির জন্য । এমন কি জীন জাতীর উপর ও রোজা ফরজ করা হয়নি।

৭) হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে যে সারা জীবনের নফল রোজা একটি ফরজ রোজার নেকীর সমতুল্য হবে না।

৮) হাদীসে কুদসীর মধ্যে আছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন যে রোজা একমাত্র আমারই জন্য এবং ইহার বদলা আমি নিজেই দিব।

৯) হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে যে মাহে রমজানের নফল এবাদত অন্য মাসের ফরজ এবাদতের সমতুল্য । আর এমাসের একটি ফরজ অন্যমাসের সত্তরটি ফরজের সামান ।

১০) হুজুর পাক এরশাদ করেন যে, যে ঈমানের সাথেও সওয়ারে নিয়তে রমজান মাসে দিনে রোজা রাখল এবং রাত্রি বেলায় নামাজ কায়েম করল তার পূর্বের গোনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হলো ।

১১) হাদীসে বর্ণিত আছে যে রমজান এলো রমজান গেলো এ রকম বলিও না । কারন শুধু রমাজান শব্দটি আল্লাহর একটি সেফাতী নাম । বরং বলো রমজান মাস এলো বা রমজান মাস গেলো ।

(বোখারী শরীফ, মিরআত, তাফসীরে নঈমী ইত্যাদি)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমানদার বাচ্চা

হাফেজ মোঃ মোস্তাকিম রেজবী
গোপালপুর, নলহাটী, বীরভূম

প্রচন্ড খরা রোদ্রের তাপে জিহ্বা শুস্ক হয়ে যাচ্ছে কলিজা যেন ফেটে যাচ্ছে । আর বেরেলী শরীফের সরজমিনে একটি বাচ্চা উক্ত প্রখর গ্রীষ্মে রোজা রেখেছে। বালকের পিতা মাওলানা-সাহেব (যিনি একজন হাক্কানী আলেমে দ্বীন এবং ওলি)স্বীয় পুত্রকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডাপানি, ফিরণী, বিরিয়ানী ইত্যাদি উৎকৃষ্ট খাবার রেখে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তখন ঠিক বেলা দ্বিপ্রহর । পুত্রকে স্নেহ মাখা মধুর কণ্ঠে বললেন--বেটা ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি, ফিরনী, বিরিয়ানী সব কিছুই মৌজুদ রয়েছে, তুমি খেয়ে নাও । কারন বাচ্চারা খেলে কোন অসুবিধা নেই । বাচ্চাদের রোজা এরকমই হয় । তাছাড়া আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছি । কেউ দেখতে পায়না।"

বালক আবেগ ভরা কণ্ঠে স্বজল চোখে পিতার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল--"আব্বাজান আমাকে এখন কেউ দেখতে পায়না, এঠা অতি সত্য কথা । কিন্তু আমি যে আল্লাহ তাআলার হুকুমে তাঁর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছি, তিনি তো দেখছেন ?" স্বীয় পুত্রের জবাব শুনে স্নেহময় পিতার বুকগর্বে ভরে উঠলো । পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন । স্নেহমাখা হাত মস্তকে বুলিয়ে বলে উঠলেন--"বেটা, তোমার রোজা রাখা স্বার্থক, তুমি ধন্য ।

মাওলানা সাহেব অন্তরের দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন এ বাচ্চা যেমন তেমন বাচ্চা নয় । এ বাচ্চা মাদারজাদ ওলি, জামানার মুজাদ্দিদ ।

উক্ত বালকই আজ সারা বিশ্বে-"আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা বারেলবী" নামে পরিচিত । রাদিয়াল্লাহু আনহু ।

পাঠকের কলমে

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

আস্‌সালামু আলায়কুম, প্রথমে আমার সালাম নিবেন । আপনার প্রকাশিত "সুন্নী জগৎ" পত্রিকার আমি একজন পাঠিকা । পত্রিকা খানির তৃতীয় সংখ্যা পাঠ করে আমি চরম উপকৃত হয়েছি । সাধারণ মানুষ যদি পত্রিকা গুলো নিয়মিত পাঠ করে তাহলে আমার মনে হয় ইসলামিক জ্ঞান ভান্ডার বৃদ্ধি পাবে । তবে আমার একটি অনুকেরা এই যে নারীদের কৃতিত্ত্ব সম্বন্ধে যদি কোন লেখা থাকে তাহলে আমার মনে হয় সকলেই বা সকল মেয়েই উপকৃত হবে । মানুষের মধ্যে যে হিংসা, কলহ, ঈর্ষা জমে রয়েছে তারাও যাতে এই পত্রিকাখানি পাঠ করেণ এবং সমস্ত কুকর্ম হতে বিরত থাকেন আল্লাহ পাকের নিকট এই কামনা করি । পরিশেষে জানাই আপনার অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও মহব্বত পত্রিকা খানিকে দীর্ঘায়ু করুক ।

ইতি-----
নারগিস খাতুন
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাননীয় সম্পাদক সাহেব,

সালাম লইবেন । আপনাদের বাংলা ভাষায় প্রকশিত ত্রৈমাসিক "সুন্নী জগৎ" পত্রিকার প্রথম, ২য় সংখ্যা পাঠ করে আমি খুবই আনন্দিত । এর আগে আহ্‌লে সুন্নাতুল জামায়াতের এ ধরণের পত্রিকা আমার নজরে পড়েনি। পত্রিকার মধ্যে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বহু অজানা বিষয়, পবিত্র কালাম পাকের আয়াত সমূহের তাফসীর এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত হাদীস ও মাসআলা মাসায়েলের আলোচনা আমাকে অবাক করে তুলেছে । বর্তমান সময়ের কিছু আধুনিক শিক্ষিত মানুষ যারা কোরান ও হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নয় । আবার কিছু মানুষ যারা পীর, ওলি, আওলিয়া সম্পর্কে ভূল ধারণা ব্যক্ত করেণ এবং শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্ধকারে আবদ্ধ আছেন। তাদের ক্ষেত্রে এ ধরণের পত্রিকা একান্তভাবে পাঠ করা এবং অন্তরের কুমানসিকতা দুর করা অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য মনে করি । আর এ ধরণের পত্রিকা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ঘরে উজ্জ্বল আলোর মতো বিরাজ করুক এই কামনা করি ।

ইতি--

মোহাঃ ফারুক হোসাইন

গ্রাম ঃ কাকড় শিং, পোঃ + থানা হেমতাবাদ

উত্তর দিনাজপুর

খবরা খবর ঃ

ওরস মোবারক

গত ৬ই ভাদ্র মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার ওড়াহার নাকসে বান্দিয়া মোজাদ্দেদীয়া খানকাহ শরীফে অনুষ্ঠিত হয় হাজার হাজার লোকের সমাগমে গওসে ওড়াহারী হযরত মাওলানা শাহ আলী মুদ্দিন মোজাদ্দেদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির পবিত্র ওরস মোবারক । তিনি নকসে বন্দি মোজাদ্দেদী তরিবার একজন কামেল মোকাম্মেল পীর । সারা জীবন ইসলামের খেদমত করে, শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করে, খিদমতে খালক্ করতে করতে ১৩৯১ সনের ৬ই ভাদ্র বেসাল করেন। তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ ওড়াহার খানকাহ শরীফে বর্তমান । বেসালের পূর্বে তাঁর উপযুক্ত কয়েকজন প্রতিনিধিও নিযুক্ত করে যান । তাঁর পদস্পর্শে জঙ্গলা ওড়হাল আজ সোনার ওড়াহারে পরিণত ।

ওরসে হামেদী

গত ১৭ই জমাদিউল আওয়াল, ১৮ই জুলাই ২০০৩, ১লা শ্রাবণ শুক্রবার বীরভূমে নলহাটী মুন্সীপাড়া আশরাফিয়া রেজবিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে খলিফায়ে রায়হান মিল্লাত হযরত মাওলানা হাফিজ মহম্মদ মোস্তাকিম রেজবী আল ক্বাদেরী সাহেবের পরিচালনায় আলা হযরত আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্যেষ্ঠ পুত্র হুজুর হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মূফতী মহম্মদ হামিদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওরস মোবারক পালন করা হয় । মাদ্রাসার মোদারবিসগণ এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম হুজুর হুজ্জাতুল ইসলামের দ্বীনি খেদমাতে বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। রাত্রি ১ টা পর্যন্ত মাহফিল চলার পুর স্বালাতু সালাম পাঠ করে দোওয়া করা হয় এবং শিরনী বিতরণ করে সভার কাজ সমাপ্ত করা হয় ।

"অল ইণ্ডিয়া ইত্তেহাদে মিল্লাত কাউন্সিল"

(বারেলী শরীফ)

হজুর রায়হানে মিল্লাত আলায়হির রাহমা'র তৃতীয় পুত্র হজরত তাওকীর রেজাখান সাহেব "-অল ইণ্ডিয়া এত্তহাদে মিল্লাত কাউন্সিল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন । তাঁর দ্বীনী খিদমৎ বাংলা সংবাদ প্রতিদিন থেকে তুলে ধরলাম। 'সংবাদ প্রতিদিন' এর শিরোনাম ঃ "অযোধ্যা ঃ মুসলিম বোর্ডের এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন উঠল"

নয়াদিল্লি ২জুলাই ঃ কাঞ্চীর শঙ্করাচার্যের সমাধানসূত্র মেনে অযোধ্যা বিতর্ক অবসানে ফের ব্যাঘাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘটল । আগামী ৬ই তারিখের মুসলিম পার্শোনাল ল-বোর্ডের বৈঠকের দিকে সবাই যখন সাগ্রহে তাকিয়ে, তখন বেশ কয়েকটি মুসলিম সংগঠনই এই আপস পক্রিয়ায় বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলল । এদিন 'অল ইণ্ডিয়া ইত্তেহাদই-মিল্লাত কাউন্সিল, দিল্লির জামাত উল উলেমা ও 'আঞ্জুমান আজমির শরীফ'--এই সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে এ যোগে অভিযোগ করা হয়েছে মসজিদ বিতর্কে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার অনুমোদন কেউ দেয়নি বোর্ডকে । সংগঠনগুলির বক্তব্য, মুসীলমদের আইন ব্যাখ্যা করার জন্যই বোর্ড সংগঠন করা হয়েছিল । সেক্ষেত্রে ল-বোর্ড অযোধ্যা ইস্যুতে নাকগলায় কোন অধিকারে ? মিনহজ-ই-রসুলের আয়োজিত একটি সাংবাদক সম্মেলনে মিল্লাতের সভাপতি তাওকির রেজাখান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন, মসজিদ নিম্যাণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দারুল ইফতা'নামে একটি পুরোদস্তর ধর্মীয় পরিষদ এক সপ্তাহের মধ্যে গড়ে তোলা হবে । এইপরিষদে থাকবেন উলেমা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা । দারুলই 'ঠিক করবে মসজিদ বিতর্কে মুসলিম মম্প্রদায় অবস্থান কি হবে । মুসলিম ল-বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি এই সংগঠনগুলি শঙ্করাচার্যের সমাধান সূত্র এবং বোর্ডের তৎপরতাকে 'নির্বাচনী চমক' হিসাবেই মনে করছে।

(সংবাদ প্রতিদিন ৩রা জুলাই, ২০০৩)

সংগ্রাহক ঃ হাফিজ মোঃ মোস্তাকিম রেজবী

অল ইণ্ডিয়া সুন্নীজামিয়াতুল আওয়াম

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম এর সভাপতি খতিবে আজম হজরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ মোহাম্মদ তাওসীফ রেজাখান ক্বিবলা দ্বীনে ইসলামের খিদমতের নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন । গুজরাতের দাঙ্গায় যে ভাবে প্রশাসনের সহায়তায় মুসলিমদের গণ হত্যা ও নারী ধর্ষন করা হয়েছে, অত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে হুজুর খাতিবে আজম তাওসীফে মিল্লাত, প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কড়া সমালোচন এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন । যাহা উর্দু পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেকেই জেনে গেছেন ।

বাবরী মসজিদের ব্যাপারেও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাবরী মসজিদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠু সমাধানের জন্য দাবী জানিয়েছেন । উর্দু পত্রিকা ছাড়াও ইহা বাংলা জাতীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে । আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছে---"মুসলিম প্রতিনিধিদলের সঙ্গে একঘন্টার বৈঠকে বাজপেয়ী আবার জানিয়েছেন, ১৫ই মার্চের ব্যাপারে আদালত যা বলবে তাই মানা হবে । কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেওয়া হবে না । .....প্রতিনিধি দলের নেতা-আল্লামা মোহাম্মদ তৌসিফ রেজাখান পরে বলেন, তাঁদের প্রস্তাব, দুপক্ষের ধর্মীয় নেতাদের আলোচনায় সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা হোক । .....(আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩ই মার্চ ২০০২, ১ম পৃষ্ঠা)

মোহাম্মদ মোস্তাকিম রেজবী
নলহাটী, বীরভূম

জালসায়ে সীরাতুন নবী

স্থান ঃ মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া
মুন্সীপাড়া, নলহাটী,
বীরভূম
তারিখ-৭ই চৈত্র ১৪১০
(ইং ২১শে মার্চ ২০০৪) রবিবার
সময় ঃ সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি ব্যাপী

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ধার্য্যদিনে মাদ্রাসার বাৎসরিক জালসা অনুষ্ঠিত হইবে । উক্ত জালজাসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন--পীরে তকীকত, রাহবারে শরীয়ত, খান্দানে আ'লা হযরত, খাতিবে আ'জম হজরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ মোহাম্মদ তাওসীফ রেজা খান ক্বিবলা--সভাপতি অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম) বারেলী শরীফ । আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবিতা

আর্তমানুষের হে পরিত্রাতা

লক্ষ্মী নারায়ন দত্ত

জয় হোক তব জয় ।
ধরিত্রীর বুকে রেখে গেলে তুমি
আপনার পরিচয় ।
তিল তিল করি তোমার সাধনা
সুন্দর ভূবন করিল রচনা
লাঞ্চিত মানব হইল আপনা
এ কথা সুনিশ্চিয় ।
আরব জাতীর মহা দূর্দিনে
ব্যথিত তোমার মন,
বাঁধলে মানবে প্রেম বন্ধনে
হেরি মোরা অনুক্ষণ।
আর্ত মানুষের হে পরিত্রাতা
মানব হৃদয়ে আসন যে পাতা
তোমার স্মরণে নুয়ে আসে মাথা
তুমি যে মহিম ময় ॥

ঈদের চাঁদ

রফিকুল মণ্ডল

রমজানের ওই রোজার শেষে, ওই আকাশে
হাঁসলো ঈদের চাঁদ ।
আনন্দেরই আজ বান ডেকেছে ভাঙ্গলো খুশির বাঁধ ।
ধুলার ধুসর ধরনী আজ,
হিল্লোলিত নবীন সাজ,
মার হাবা ইয়া রাসুলাল্লাহা
খুশির আওয়াজ ।
জিন ফারিস্তা কুল এ আলম
আরশ কুরসী লওহ কলম
হে রোজাদার লওহে সালাম
ভুলে যাও বিবাদ ।
রমজানের ওই মহব্রত
পালনে যে ছিল রত,
তারে খোদা করেন পুরস্কৃত
যে জান্নাত তার সাধ ॥

জ্বালিয়ে দাও

মাজরুল ইসলাম

তোমাকে লজ্জার ঘোমটা পরিয়েছে
ওরাই এখন খুঁলছে অহরহ--
উলঙ্গ করছে,
পুরুষতন্ত্র কালো সভ্যতার মোড়ে ।
লজ্জা না কি নারীর ভূষণ ।
অনেক জানোয়ার হিংস্র
কিন্তু এরা ?.....
অন্যায় করে লজ্জা দিচ্ছে--
আবার তোমার উলঙ্গ জানুদেশ শুঁকছে
কিংবা
রংবেরঙের সেক্সিষ্ট বিজ্ঞাপনে
তোমার উতরানো শরীর প্রচারের পন্যসামগ্রী ।
নারীবৃন্দ, তোমরা কখনো কারও মুখাপেক্ষিনী
থেকো না---
মশাল হাতে
জ্বালিয়ে দাও, বদনেশার জঙ্গল ।
হরেক রকমে
নারী মাংসের গরম গরম পরিভোগ ।
অহহ !
খাসির মাংসের কেজি প্রতি---
ছ'কুড়ি দশ টাকা, দর
নারী মাংসের কত ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

পীরে তরিকাত রাহবারের শরীয়াত শাহ সুফী
হুজুর জামালে মিল্লাত কিবলা বেরেলবীর শানে

মানকাবাত

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
জঙ্গীপুর

(১) বঙ্গ ভূমি আসবে তুমি এতো মহা অবদান,
মুর্শিদ জামাল রেজা খান ।
তোমায় পেয়ে বায়েত হয়ে বড়ই মোরা ভাগ্যবান
মুর্শিদ জামাল রেজা খান ॥

(২) রেজা বংশের মুর্শিদ আমার, রেজবী বাগিচারই ফুল
বড়পীরের সিলসিলাতে, ক্বাদেরী, নুরী পুতুল ।
মুফতীয়ে আজম হিন্দের মুরীদ যে ধরে তোমার দামান ॥

(৩) আশিক তুমি রসুলুল্লার, গওস পাকের দিওয়ানা
প্রেমিক তুমি খাজাপিয়ার, ইমাম রেজার নমুনা ।
আল্লার কামিল ওলী তুমি, চেহরাতে আছে প্রমাণ ॥

(৪) রুপেতে জামাল গুনেতে কামাল, কি বর্ণিব তোমার শান
তোমার পরহেজগারীর উপর, গর্বিত গোটা হিন্দুস্তান
তোমার দেখে ভাঁসে চোখে, স্বয়ং মুস্তফা রেজা খান ॥

(৫) ওলীর শত্রু খোদার শত্রু, হাদিসেতে এসেছে
ওলী বিহীন কেউ কোন দিন আল্লাকে কে কি পেয়েছে ?
ওসীলা ছাড়া ঈমান হারা হলো আজাজিল শয়তান ॥

(৬) পীরের জন্য ৪টি শর্ত কিতাবেতে রয়েছে
সৈয়দ ছাড়া পীর হবেনা এ কথা কে বলেছে ?
কামিল ওলীর শর্তাবলী, তোমার মধ্যে বিদ্যমান ॥

(৭) গিবত করা কঠিন হারাম তাওকি তুমি জানো না
আলেম হয়ে পরকে কে বুঝাও নিজে কেন বুঝনা
জেনা চেয়েও গিবত খারাপ হাদিসে নবী ফরমান ॥

(৮) রেজবী তোমার হোক না কেন শত্রু সারাজামানা
আহমাদ রেজার নামের বলে কোন বিপদ আসবেনা
জামাল মিয়াঁ করবেন দুয়া, কোথায় যাবে ঝড়তুফান ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

জরুরী মাসায়েল (মিলাদ ও ক্বিয়াম)

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী

প্রশ্নঃ- (১) মিলাদ শরীফ করা বা পড়া কি ?

উত্তরঃ- মিলাদ শরীফ পড়া বা করা সুন্নাতে আম্বিয়া।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন - "আল্লাহর ফজল ও রহমতের খুশী প্রকাশ করো।" ইহাতে বুঝা যায় ফজলে ইলাহির খুশী করা আল্লাহর নির্দেশ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ফজল ও রহমত। অতএব তাঁর জন্মের খুশী করা উল্লিখিত আয়াতের উপর আমল করা হবে। এখানে খুশী মুতলাক অর্থাৎ জায়জ খুশী ইহার মধ্যে আছে। মাহফিলে মিলাদকে উত্তম রুপে সজ্জিত করা নেকির কাজ।

মাওাহেবে লাদুন্নিয়া এবং মাদারেজুন নবুওয়াতে বেলাদাতের বর্ননায় আছে - জন্ম রাত্রিতে ফারেস্তাগন আমিনা খাতুন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার দরজায় দন্ডায়মান হয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করেছেন।

কিন্তু শয়তানগন সেদিন দুঃখে পড়ে পলায়ন করেছিল। বুঝা গেল মিলাদ করা ও কিয়াম করে সালাম পড়া ফারেস্তার কাম এবং মিলাদ কিয়াম হতে পলায়ন করা শয়তানের অনুসরন। মিলাদ করা সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। হুজুর নিজেই সাহাবাগনের সম্মুখে মিম্বারে খাড়া হয়ে নিজের পবিত্র মিলাদের কথা (জন্ম বৃতান্ত পাঠ) বর্ননা করেছেন।

মিশকাত শরীফ ২য় খন্ড বাবু ফাজায়েলে সাইয়েদিল মুরসালীন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত - একবার হুজুরের দরবারে উপস্থিত হলাম, মনে হয় হুজুরকে কেউ খবর দিল - অনেকে আমাদের পবিত্র বংশ সমন্ধে সমালোচনা করে। তখন হুজুর আলায়হিল সালাম মিম্বারে ক্বিয়াম করলেন এবং বললেন - বল আমি কে? সাহাবাগন বললেন - আপনি আল্লাহর রাসুল। হুজুর বললেন - আমি মহম্মদ আব্দুল্লাহর পুত্র আব্দুল মত্তালিবের পৌত্র। আল্লাহ যখন সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করলেন তখন আমাকে সর্বোত্তম সৃষ্টি জগতের মধ্যে সৃষ্টি করলেন। তাকে দু'ভাগ করলেন - আরব ও আজম। আমাকে সর্বোত্তম আরবের মধ্যে পয়দা করলেন। আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ কোরাইশ বংশে সৃষ্টি করলেন। কোরাইশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খান্দান হাশেমী গোত্রে সৃষ্টি করেছেন।

ইহা ছাড়াও ঐ পরিচ্ছদেই আরও হাদীস বর্নীত হয়েছে যে - আমি খাতা মান্না বিয়িন। আমি হযরত ইব্রাহিমের দোওয়া এবং হযরত ঈসার শুভ সংবাদ। আমার মায়ের দৃষ্টি যিনি আমার জন্মের সময় একটি নুর দর্শন করেন যে নুরে শাম দেশের মহল পর্যন্ত দর্শন করেন। হুজুর আলায়হিস সালাম নিজ নসব নামা ও নায়াত শরীফ জন্মের ঘটনা বর্ননা করেন। ইহাই মিলাদ শরীফ। এই রকম শত শত হাদীসে তার প্রমান আছে।

মিশকাত শরীফ বাব ফাজায়েলে সাইয়েদিল মুরসালানের প্রথম পরিচ্ছদে আছে - হযরত আতা বিন ইয়াসর বলেন - আমি আব্দুল্লাহ বিন উমার এবং ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট গিয়ে আরজ করলাম আমাকে ঐ নায়াত শরীফ শুনা ওযাতাওয়াতে উল্লেখ আছে। তিনি তা পড়িয়া শুনাইলেন। এই রকমই কা'ব আহবার বলেছেন - আমারা নবী পাকের প্রশাংসা তাওয়াত শরীফে পাই। মহম্মদ আল্লাহর রাসুল। তার পছন্দনীয় বান্দা। নম্র স্বভাবের। মক্কা শরীফে জন্ম আর মাদিনা শরীফে হিজরত করবেন। তাঁর উন্মত সুখে দুঃখে সব সময় খোদার প্রশাংসা করবেন।

বোখারী শরীফ হয় খণ্ড বিবাহ অধ্যায়ে আছে - আবু লাহাব মারা যাওয়ার পর হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে তাকে দর্শন করেন। জিজ্ঞাসা করলেন জাহান্নামে তোমার কি অবস্থা? সে বলেছিল - মহম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের) জন্মের খুশীতে আমি আমার দাসী সওবিয়াকে আঙ্গুলের ইশারায় আজাদ করে দিয়েছিলাম। সেই কারনে সোমবার দিন আমার আজাব হালকা হয়। আর দোযখে কঠিন পিপাসার সময় আঙ্গুল চুষলে পিপাসা নিবারিত হয়।

আবু লাহাব বিখ্যাত কাফের। তার যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবী পাকের তওলাদে খুশী প্রকাশ করায় আজাব হালকা হয় । তবে মুসলমান তাঁর জন্মে আনন্দ প্রকাশ
করলে এবং মিলাদ শরীফ জৌলুসের সঙ্গে পালন করলে কেন মুক্তি হবে না।

উলামায়ে কেরাম, আওলিয়া ইজাম এবং সাধারন মুসলমান গন ইহা ভাল মনে করে পালন করে আসতেছেন। আর মোমেনগন যা ভাল মনে করে পালন করেন তা নিঃশন্দেহে ভাল। মোট কথা মিলাদ শরীফ করা জায়েজ মুস্তাহাব,

তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৬ পারা -

মিলাদ শরীফ করা হুজুর আলায়হিস সালামের সম্মান প্রদর্শন। তবে মিলাদে গান বাজনা ইত্যাদি খারাপ কর্ম হতে বিরত থাকতে হবে।

আল্লামা জালালুদ্দিন সিয়ুতী বলেছেন - হুজুর আলায়হিস সালামের পবিত্র বেলাদাতের শুকরিয়া প্রকাশ করা মুস্তাহাব।

ইবনে হাজার মাক্কি বলেন - মিলাদ করা বিদয়াতে হালানা। ইহাতে সকলে একমত।

ইমাম ইবনে জাওজী বলেন - মিলাদ শরীফ করলে এক বৎসর পর্যন্ত বরকত নাজেল হয়।

যে বাদশাহ মিলাদ শরীফ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রচলন করেন তাঁর নাম আরবাল। ইবনে দাহিয়া মিলাদ শরীফের জন্য একটি পুস্তক রচনা করলে বাদশাহ তাঁকে এক হাজার আশরাফী নজরানা প্রদান করেন।

হাফিজ ইবনে হাজার ও হাফিজ সিউতী মিলাদের আসল সুন্নাত হতে প্রমান করেছেন।

মুল্লা আলী ক্বারী মুরিদুর রাবীর শুরুতে লিখেছেন - পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান, বড় বড় উলামায়ে কেরাম মুহাদ্দেসীন মুফাসেরীন, সুফীগন ইহাকে ভাল মনে পালন করেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব ফায়সালা হাফত মসলায় মিলাদ শরীফকে জায়েজ এবং সওযার অর্জনের কাম বলে উল্লেখ করেছেন।

মিলাদ শরীফকে যারা বিদয়াতে সাইয়া বলে তারা নিঃশন্দেহে ভূলের মধ্যে পড়ে আছে। আজ পর্যন্ত তারা মিলাদ শরীফকে না জায়েজ প্রমান করতে পারে নাই এবং কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত পারিবে ও না।

প্রশ্নঃ- (২) ওহাবী, দেওবন্দি, গায়ের মুকাল্লিদলা মজহাব গনের প্রশ্ন যে মিলাদ শরীফ বিদয়াত। ইহা হুজুর পাকে জামানায় ছিলনা এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িনের যুগেও ছিলনা সে কারনে বিদয়াত। আর প্রত্যেক বিদয়াত হারাম অতএব মিলাদ হারাম।

উত্তরঃ- মিলাদ শরীফকে বিদয়াত বলা অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আমি প্রথমেই বলেছি আসল মিলাদ সুন্নাতে খোদা তায়ালা, সুন্নাতে আম্বিয়া, সুন্নাতে ফারেস্তা, সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, সুন্নাতে সাহাবায়ে কেরাম, সুন্নাতে সালফে সালেহীন এবং সাধারন মুসলমানের আমল।

তাহলে বিদয়াত হয় কি করে।

যদি ও ইহা বিদয়াত হয় তাহলে ইহা বিদয়াতে হাসান মুস্তাহাব অর্থাৎ নেকির কাজ, জায়েজ।

কেননা বিদয়াত কখনও ওয়াজেব হয়, মুস্তাহাব হয়, জায়েজ হয়, মাকরুহ হয়, হারাম হয়।

তফসীরে রুহুল বয়ানে আছে - মিলাদ মাহফিল বিদয়াতে হাসানা মুস্তাহাব। হুজুর পাকের বর্ননা হালাল ইহা হারাম নয়। যদি ইহা শরীয়ত মুতাবেক হয় অর্থাৎ গান, বাজনা এবং মেয়েদের বে-পর্দা সহকারে অনুষ্ঠান করা। হুজুর পাকের অনেক কিছু ছিল না তায় বলে কি সব হারাম হবে? যেমন নবীর যুগে মাদ্রাসা ছিলনা তায় বলে কি মাদ্রাসায় পড়া হারাম?

মিলাদ শরীফ করা মুস্তাহাব।

যারা মিলাদ শরীফকে হারাম বা না জায়েজ বলে তাদেরকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কোন অকাট্য দলিল, কোরআন, হাদীস, আদিল্লায়ে আরবায়া হতে তা প্রমান করতে পারবেনা। কেবল মাত্র মুখেই হারাম, না জায়েজ বলে নবী পাকের আলোচনা, জন্মের বর্ননা ও ফজিলতের বর্ননা থেকে দূরে রেখে নবী পাকের এস্ক ও মহব্বত থেকে বঞ্চিত করা, ইসলামী শক্তিকে দূর্বল করা , বিভেদ সৃষ্টি করা।

প্রশ্নঃ- (৩) মিলাদ মাহফিলে কিম্বা সম্মানার্ধে ক্বিয়াম করা কি জায়েজ?

উত্তরঃ- মিলাদ মাহফিলে ক্বিয়াম করা জায়েজ বরং মুস্তাহাব ও মুস্তাহাসান। আল্লামা সাইয়েদ জাফর বারজান্জি তাঁর কিতাব "আকদে জওহরে" লিখেছেন - মিলাদ শরীফে ক্বিয়াম করা মুস্তাহাসান

pdf By Syed Mostafa Sakib

(অতি উত্তম)। আইম্মায়ে কেরাম, ফুকাহা, মহাদ্দিসে ইজাম, মুজতাহেদীন ও মুতাখেখরীনগণ বলেছেন যে ক্বেয়াম করা জিকরে বেলাদাতের সময় মুস্তাহাব ও মুস্তাহাসান।

(মাওলুদ বারহানজি - পৃঃ ২০.)

মিশকাত শরীফ ১ম খন্ড কিতাবে জেহাদ, মিশকাত শরীফ ২য় খন্ড বাবুল ক্বিয়ামে আছে - যখন হযরত সায়াদ বিন মুয়াজ মাসজিদে নাববীতে হাজির হলেন তখন হুজুর আলায়হিস সালাম খাস করে সাহাবীগনকে আদেশ করলেন যে নিজের সর্দারের জন্য খাড়া হয়ে যাও। ইহা তাজিমী ক্বেয়াম। হযরত সায়াদ বিন মুয়াজের আঘাতের জন্য হলে দু'এক জনকে ঘোড়া হতে নামাবার জন্য আদেশ করতেন। "তোমাদের নেতার জন্য খাড়া হও" ইহা বলতেন না এই সম্মানার্ধে ক্বিয়াম জায়েজ।

শারাহ মিশকাত আশয়াতুল লুময়াতে আছে যে হযরত সায়দকে সম্মানের জন্য ক্বিয়াম করা হয়েছিল।

মিশকাত শরীফ বাবুল ক্বিয়ামে আরও আছে যে যখন হুজুর আলায়হিস সালাম মাজলিস হতে উঠতেন তখন আমারা ক্বেয়াম করতাম।

আলমগিরী কিতাবুল কারাহিয়াতে আছে - খোদা ছাড়া অন্য ব্যক্তির জন্য খাড়া হয়ে মুসাফাহ করা, ঝুকে মুসাফাহ করা জায়েজ যদি ঝুকা রুকু পর্যন্ত না হয়।

(দুর্রে মুখতার নবম খন্ড ৫৫১ পৃষ্ঠায় আছে)

আগন্তুক ব্যক্তির জন্য ক্বিয়াম করা জায়েজ বরং মুস্তাহাব। যেমন কোরআন শরীফ পাঠকারীর কোন আলেমের আগমনে খাড়া হওয়া জায়েজ।

(ফাতাওয়ায়ে শামী নবম খন্ড ৫৫১পৃষ্ঠায় আছে)

কোরআন শরীফ পাঠ কারীর আগন্তুক ব্যক্তি যদি সম্মানের উপযুক্ত হয় তবে পাঠ বন্দ করে তার জন্য খাড়া হওয়া মাকরুহ নয় বরং জায়েজ।

(মুসলীন শরীফ ২য় খন্ড ৩৬০ পৃষ্ঠা)

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ খাড়া হয়ে গেলেন এবং দৌড়ে এসে আমার মুসাফাহ করলেন শুভ সংবাদ দিলেন। হাদীসের ব্যাখায় আল্লামা নব্বী বলেছেন যে ইহা দ্বারা প্রমানিত হয় যে আগন্তুক ব্যক্তিকে মুসাকাহ করা, তার জন্য ক্বিয়াম করা ও সাক্ষাতের জন্য দৌড়ান মুস্তাহাব।

মিশকাত শরীফ কিতাবুল আদবে আছে -

হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জোহারা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর আলায়হিস সালামের খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর জন্য খাড়া হয়ে যেতেন। ইহা হল মহব্বতের ক্বেয়াম।

অনুরুপ নাবী পাক মা ফাতেমার বাড়ি গেলে মা ফাতেমাও খাড়া হয়ে যেতেন এবং হাতে চুমা দিতেন।

মিরকাত শারাহ মিশকাত জানাজা নিয়ে যাওয়ার বিবরনে আছে সম্মানীত ব্যক্তির জন্য ক্বেয়াম তাজিমী জায়েজ।

তফসীরে রুহুল বয়ানে আছে যে এক নায়াত পাঠকারী দুটি নায়াতের লাইন পাঠ করলে ইমাম সুবকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং সমস্ত হাজেরীন মাজলিস এবং উলামায়ে কেরাম সকলেই খাড়া হয়ে গেলেন।

জায়াল হক ১ম খন্ড - আইম্মায়ে কেরাম এর নিকট ক্বেয়াম জায়েজ। আব্দুল্লাহ সিরাজ মাক্কি মুফতী হানফীয়া বলেন যে এই ক্বিয়াম মাশহুর ইমামগনের মধ্যে বরাবর চলে আসছে। কেহ অস্বীকার করে নাই। অতএব ইহা মুস্তাহাব। (ওহাবী গনই নিষেধ করে)

মাশহুর ফাকিহ মুহাদ্দিস উসমান বিন হাসান দামিয়াতী শাফেয়ী "রেসালায়ে ইসবাতে ক্বেয়ামে" লিখেছেন - হুজুর আলায়হিস সালামের মিলাদের সময় ক্বেয়াম করা এমন একটি কাজ যা মুস্তাহাব মুসতাহাসান। মানদুব হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। হুজুর পাকের জন্য তাজিমী ক্বিয়ামে প্রচুর সওয়াব ও ফজিলত হাসিল হয়।

মক্কা শরীফে ক্বেয়াম -

আব্দুল্লাহ বিন মহম্মদ হানাফী মুফতী মক্কা শরীফ বর্ননায় আছে যে সাইয়েদুল আওয়ালিন ওল আখেরীনের বেলাদাত মুবারকার বর্ননার সময় ক্বেয়াম করা উলামায়ে কেরাম পছন্দ করেছেন। হুসাইন ইবনে ইব্রাহিম মুফতীয়ে মালেকীয়া - মক্কা শরীফ - জিকরে বেলাদাতের সময় ক্বিয়াম পছন্দনীয়। এই ক্বেয়াম হাসান কারন হুজুরের তাজিম ওয়াজিব।

মহম্মদ উমার ইবনে আবু বাকার মুফতী শাফেয়ী - হুজুর আলায়হিস সারামের জিকরে বেলাদাতের সময় ক্বিয়াম করা ওয়াজিব কারন হুজুরের রুহ মোবারক হাজির হয়। সেই সময় তাজিমী ক্বিয়াম জরুরী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিলাদে ক্বেয়ামকা সবুত পৃঃ - ৩৩
লেখক - হযরত শাহ আহমদ সাইদ মুজাদ্দেদী দেহলবী

মহম্মদ বিন ইয়াহহিয়া মুফতী হানাবিলা - মক্কা মুকারামা - হুজুরের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ননার সময় ক্বেয়াম করা মুস্তাহাব। কিন্তু যাদের ভাগ্যে জাহান্নাম আছে তারা কোন দিন মিলাদ, ক্বিয়াম করবেনা। শত দলিল পেশ করলেও তা তারা গ্রহন করবেনা। আবু জাহেল ও আবু লাহাবের মত।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সকলে একমত যে ক্বেয়াম করা মুসতাহাব।

চর্তুদশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমেদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর কিতাব - "একামাতুল ক্বেয়ামাহ" তে লিখেছেন - মিলাদে ক্বিয়াম করা, তাজিমী ক্বেয়াম করা জায়েজ মুস্তাহাসান।

আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির মুকাবেলায় কেউ মাথা চাড়া দিতে পারে নাই। তিনি মিলাদ, ক্বিয়াম এবং নবী পাকের তাজীম করার প্রমান অকাট্য দলিল দ্বারা সাবেত করেছেন।

সীট্ ভাড়া

রফিকুল ইসলাম

কন্ডাক্ট্র মাথা উচুঁ করে বলল - ঐ যে দেখছো ভদ্র মহিলা বাচ্চা মেয়েটি নিয়ে বসে আছে সেখানে গিয়ে বস। কন্ডাকটর তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সহকারীর সঙ্গে তার কাজের কথায় বাসের গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির এক হাতে একটি ছোট্ট পোটলা অন্য হাতে একটি ছোট ময়লা রঙের শিশু। পোষাক দেখে বোঝা যাচ্ছেনা ছেলে মেয়ে। বাসের গতি জাড্যের কারনেই মেয়েটি তীব্র গতিতে ছুটে এসে ভদ্রমহিলার পাশে বসতে চাইল। ভদ্র মহিলা তার দিকে না ফিরেই বলল, এখানে বসা হবেনা। মেয়েটি বলল - আমি মামনিকে কোলে নিচ্ছি দিদি। আমাকে একটু বসতে দিন।

কথাটি বলেই কিন্তু সে বসার ভান করল। ভদ্র মহিলা কোন উত্তর না দিয়ে স্বস্থানে মেয়েটিকে পরিপাটী করে বসিয়ে রাখলো। কোন জায়গা না পেয়ে মেয়েটি নিজের বাচ্চাটির হাত ধরে দাড়িয়ে রইল। বাস চলছে। উচু-নিচু রাস্তায় গাড়ি ঝাকুনি খাচ্ছে। মেয়েটি সামনে পিছনে ঝুকে পড়ছে ; তার সাথে তার খোপায় ঝুলিয়ে দেওয়া শিউলি ফুলের মালাটি নিজের কালো রঙের ঘাড়টির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে - একবার আগে একবার পিছে দোল খাচ্ছে। মেয়েটির রং নিচ্ছক কালো না হলেও শ্যামা। হাঁটুর নিচে কাপড় খানা শক্ত করে পরেছে। মাথায় শাড়ী দিয়ে আবরন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। তেল মাখা শক্ত পরিপাটী দেহখানা। সারল্যে ছায়া ঢাকা, দিগন্তে উদাসী চাহনি, বক্ষ যুগল সহ তার উপরের দেহটাকে একটি কাপড় দিয়ে শক্ত ভাবে বেধে রেখেছে। কালো চুলের মধ্যখানে সিঁদুরের টান যেন এক্ষনি আঘাত পাওয়া রক্ত করবী। মেয়েটি সামনের দিকে তাকিয়ে আছে আর ফ্যাল-ফ্যাল করে মাঝে মধ্যে দৃষ্টি ফেলছে ভদ্র মহিলার বাচ্চাটির পার্শের ফাঁকা জায়গাটির প্রতি। মুখে কথা নাই। কেবল চেয়ে আছে।

বাসের ঝাকুনিতে মেয়েটি ভদ্র মহিলার বাচ্চাটির প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। ভদ্র মহিলা তৎক্ষনাৎ বলল - সোজা হয়ে দাড়াও, গায়ে পড়ছো কেন।

রাস্তায় একবার একটি খুব জোর ঝাকুনি লাগায় মেয়েটির খোপা থেকে তিন-চারটি শিউলির কুড়ি ছিটকে গিয়ে বাচ্চাটির গায়ে পড়লো। ফুলটি তুলে বাচ্চাটি বলল - মা মা দেখ ফুল গুলো কত সুন্দর। ভদ্র মহিলা কহিল - ছি ! কি করছো ঐ ফুল নিতে হয় না। দেখ ছোট ওটা ছোট জাত ওর মাথার ফুল নিতে হয় না। এবং ভদ্র মহিলা সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটির হাত থেকে ফুল গুলি কেড়ে বাসের জানালা দিয়ে ফেলে দিল। বাচ্চাটি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে ফুল আর নাই কেবল রাস্তার কালো পীচ। ততক্ষনে সুন্দর ফুল গুলি কোন যান

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাহন চাপা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে। নিরুপায় বাচ্চাটি বিসন্ন মনে নিজের জায়গায় বসে কালো মেয়েটির খোপার দিকে চেয়ে রইল। মৃদু গন্ধ বেরুচ্ছে ওর খোপা থেকে যেমন ভাবে ঐ কালো মেয়েটির ঋজু শরীর বাসটির তাল তাল বেঁকে যাচ্ছে।

ভদ্র মহিলা তার বাচ্চাটিকে সম্মোধন করে বলল ব্যাগে রজনী গন্ধা আছে মেখে নাও।

বাচ্চাটি কহিল - না, মা দেখনা ফুল গুলো কত সুন্দর।

মা মুখ ফিরিয়ে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

কন্ড্াক্টর তার কাজ করছে। ভদ্র মহিলার পশে ঐ দাড়িয়ে থাকা কালো মেয়েটিকে বসতে বলল। মেয়েটির চোখে ইতস্ততের ছাপ। ভদ্র মহিলা তার বাচ্চাটিকে সরিয়ে পুরো জায়গাটি দখল করল। কন্ডাক্টর বলল ভাড়া দিন। ভদ্র মহিলা এক জনের ভাড়া দিল। কন্ডাক্টর বলল - দুজনের ভাড়া দিল। মহিলা উত্তর দিল - কেন? এই ছোট্ট বাচ্চাটির ভাড়া লাগবে।

না ছোট বাচ্চার ভাড়া লাগেনা।

সীটের ভাড়া দিন।

কেন?

এই সামনের মেয়েটিকে বসতে দেননি বলে।

আমার মেয়েতো বসে আছে।

তা হলে দুটো ভাড়া দিন।

পুনরায় বলল বাচ্চার ভাড়া দিব কেন?

বাচ্চার ভাড়া চাইনি - বাচ্চার ভাড়া নেব কেন?

দুটো সীট আপনার নিজের দখলে - তাই ডবল ভাড়া দিন।

কন্ডাক্টরের প্রতি রাগান্বিত দৃষ্টিতে ভদ্র মহিলা বাচ্চা মেয়েটিকে নিজের কোলে তুলে নিল। দেখতে সুন্দর, বেশভূষা পরিধান সম্ভ্রান্ত ; কেবল মানসিকতা .....। ..... হীন মন্য .....। কন্ডাক্টর আবার বলল - এই সামনের মেয়েটিকে বসতে দিন।

ভদ্র মহিলা রাগাঙ্কিত দৃষ্টিতে আবদার নিয়ে সুন্দরীর বিলাপ দেখিয়ে চাইনিতে বলতে চাইলো - অন্য কাওকে, ওটাকে নয়। তার পরে মুখ ঘুরিয়ে নিল। যা হয় হোক আর কিছুই যেন জানিনা।

কন্ড্াক্ট্র তৎক্ষণে বুঝে গিয়েছে। ভদ্র মহিলা কি বলতে চাইছেন।

দাড়ানো মেয়েটিকে সে বললো বসতে পারো। মেয়েটি বলল - থাকনা -।

তুমি বস। অসুবিধা হবে না আমি দাড়িয়ে আছি। মেয়েটি আসতে আসতে সীটে বসল। হায়.....। চোখ ছল্ ছল্। দৃষ্টি অবনত, মৃদু গুঞ্জারিত দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভদ্র মহিলা দাড়িয়ে গেল। নিজের মনে ভদ্র মহিলা বলে চলল তোমাদের জন্য দেশে আর সভ্য বলে কিছু রইল না। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় উচুঁ নীচু এক করে দিলো। নোংরা অপরিস্কার মিশিয়ে দিলে আমাদের সাথে। তুমি আগে বলনি কেন আমি তোমার বাসে চাপতাম না। মান সম্মান সবই গেল - তোমাদের যুগে এসে।

সীটে কালো মেয়েটি বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে কত গাছ, কত ফুল ফুটে আছে রাস্তার দুই ধারে। দিঘী জলে ফুটে আছে কলামি ফুল, ডগা গুলি জড়িয়ে ধরেছে একে অপরকে। পানকৌড়ি দুই ডানা ছড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছে বিলের পাড়ে। সবুজ ক্ষেতের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামখানা চুপি সারে অতি সবুজ রেখা টেনে দিচ্ছে তারই মাঝে।

গাড়ি চলছে তীব্র গতি নিয়ে গড় গড় করে। কিন্তু দাড়িয়ে গেছে তারই মাঝে দুটি চোখ - মৃদু স্বরে ভদ্র মহিলার বাচ্চা মেয়েটি বলল - মাগো আমার দুটি ফুল দাওনা। ফুল গুলি ভারি সুন্দর। অবুজ একটি সুন্দর শিশু তার ভারাক্রান্ত মায়ের মুখ পানে চেয়ে বলল - চেয়ে দাও মা -। ওদের বল - দুটি ফুল দাও -।

মা বলল - না না গন্ডগোল করেনা।

রবিনদের বাগানে কত ফুল তোমায় তুলে দিচ্ছি।

এইতো এসে গেছি। .....

ছি ছি একি .....। শরীর খারাপ -

বমি হবে নাকি ? কি হলো তোমার ?

ওক্ ওক্

ওক্ ওক্ .....

হুমড়ি খেয়ে পড়লো সামনের দাড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের গায়ে; সাথে বমি।

ভদ্রলোকের গায়ে দামি জামা পরনে প্যান্ট। হাতে ভি আই পি।

চিৎকার করে ভদ্রলোক বলল - কি অভদ্র ! রাস্তায় চলতে জানেন না ?

গায়ের উপর বমি ; যত সব অভদ্র।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলিমরা আজ বিপদে কেন ?

মাহ্‌বুব রেজা
(ছাত্র নবম শ্রেণী)
গোপালপুর, নলহাটী, বীরভূম

ইসলাম ধর্ম আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত ধর্ম । বিশ্বে বহ মুসলীম দেশ বিদ্যমান ; তবুও মুসলিমরা আতঙ্ক, ক্ষতিগ্রস্থ, পদদলিত, লাঞ্চিত ও অপমানিত মোট কথা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে, এর কারণ কি ? এর কারণ হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে সংহতি নেই, ভ্রাতৃত্ব বোধ নেই, বিশ্বনবীর মোহাব্বত নেই । আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হিংসা বিদ্বেষে এরা অন্ধ, নবীর আদর্শ থেকে বহুদূরে । নবীর গোলামীর পরিবর্তে এরা আমেরিকার গোলাম বনে গেছে । কোন মুসলিম দেশ শক্তিশালী হলে আমেরিকা তাকে সন্ত্রাসবাদের লেবেল এঁটে ঐ দেশকে এবং দেশের জনগণকে খতম করার চক্রান্ত করছে । আর ইসলামী দেশগুলি আমেরিকার দালালী করে অস্ত্র, অর্থ, ঘাঁটি দিয়ে আমেরিকার পক্ষ নিয়ে আপন ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে । সন্ত্রাসবাদের বাহানায় আফগানিস্তান ও ইরাককে ধ্বংস করে দেওয়া হলো । অথচ বিশ্বে সব চাইতে বড় সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হচ্ছে আমেরিকা । ইসলামী রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হলে আমেরিকার সৈরাচারী জর্জ বুশ এর সাহস হতো না ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলমানদের ধ্বংস করা । কিন্তু আজ আফশোষ ! মুসলমানরা ইসলামের বিধান ছেড়ে দিয়ে নিজ স্বার্থের জন্য টাকার গোলাম হয়ে আয়তাল কুরসীর পরিবর্তে কুসী নিয়েই ব্যস্ত ।

একবার ভারতের দিকে লক্ষ্য করুন । এ দেশ কাগজে কলমে গণতন্ত্র । কিন্তু হিন্দুত্ব বাদীরা মুসলমানদের উপরে কিভাবে জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে-- মোদী সরকারের সহায়তায় বি. জে. পি, আর এস. এস., বিশ্ব হিন্দুপরিষ্‌দ, বজরঙ্গদল প্রভৃতি হিন্দুত্ব বাদী সংগঠন গুলো মুষলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ছল-চাতুরী ধোঁকাবাজীর আশ্রয় নিয়েছে । আর মুসলিম সমাজ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে । গুজরাতে মুসলমানদেরকে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ কিসের ইঙ্গিত বহন করছে ? বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে কাশী-মথুরার দাবী তুলে আরো তিনহাজার মসজিদ দখল করার ফন্দি এঁটেছে । যাহা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত " সংক্ষিপ্ত পরিচয়" পুস্তিকায় মুখোশ খুলে ফেলে দিয়ে বলা হয়েছে- -"৩,০০০ মন্দির বিধর্মীদের দখল করলেও পরিষদ কেবলমাত্র তিনটি প্রমুখ মন্দির--অযোধ্যা, কাশী ও মথুরা হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানিয়ে আসছে । অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি থেকে কলঙ্ক চিহ্ন অপসারিত হলেও মন্দির পুন নির্মাণের কাজ এখনও বাকী । মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভুমি ও কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির এখনও উদ্ধার হয়নি ।" (সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৪ পৃঃ).

ভাবুন-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তথা সংঘপরিষদ কি চায় ?

সুতরাং মুসলমানদের বিপদে মুসলমান গণই দায়ী । তারা যদি চরিত্র সংশোধন না করে, নবী পাকের আদর্শ যদি গ্রহণ না করে শিক্ষা দীক্ষায় যদি উন্নতি লাভ না করে, ভেদাভেদ ভূলে ঐক্যবদ্ধ না হয় তবে ধ্বংস অনিবার্য, বিপদ অবস্‌ভাবী ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানা অজানা

মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

১) আসমান ও জমিনের সৃষ্টি ছয় দিনে।

২) জমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ জাগা যা নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু উহা পবিত্র কা'বা; আরশ্ ও কুরশি হ'তে উত্তম।

৩) সমগ্র দুনিয়াতে মোট ৬৬৭৩ টি পাহাড় বর্তমান।

৪) সমুদ্রের পানি প্রথমে মিষ্ট ছিল কিন্তু যখন হাবিল কাবিলকে হত্যা করল তখন হ'তে লবনাক্ত হয়ে যায়।

৫) দুই জন হযরতের শহিদ হওয়াতে আসমান ক্রন্দন করেছিল, ১ম হযরত ইয়াহ্হিয়া আলায়হিস সালাম এবং ২য় হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

৬) সিদরাতুল মুনতাহা ছয় আসমানে অবস্থিত, অন্য বর্ণনায় উহা সপ্তম আসমানে অবস্থিত।

৭) কোরআন শরীফে মোট ৮৬, ৪৩০টি শব্দ , ৬২৩৭৬০টি অক্ষর, ৬৬৬৬ টি আয়াত বা বাক্য আছে।

৮) নাবী পাকের পবিত্র সাহেব জাদা হযরত ইব্রাহিমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরে সর্ব প্রথম পানি ছিটানো হয়েছিল।

৯) আসমান হ'তে সর্বপ্রথম বৃষ্টি হয় ১০ই মহরম।

১০) সর্ব প্রথম আরবী ভাষায় কথা বলেন হযরত জিব্রাইল আলায়হিস সালাম।
(সংগৃহীত ইসলামী হায়রাত আঙ্গগিজ মালুমাত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাবিরায়ে আলাহাজরাত খলিফায়ে হুজুর মুফতি আযম হিন্দ পীরে তারিকাত রাহাবারে শারীয়াত আন্তজার্তিক খতিবে আযম হজরাত আল্লামা মাওলানা মহম্মদ তাওসীপ রাজা খাঁন মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর পবিত্র ।

অভিমত

সম্মানিত পিতা নাবিরায়ে আলাহজরত শারীয়াতের দৃঢ় বিশ্বাসী ইসলামিক চিন্তাবিদ হজরাতুল আল্লাম শাহ আলহাজ মুফতি মোহাম্মাদ রাইহান রাজা খাঁন রাইহানে মিল্লাত "ওরফে মহমানী মিঞা" বেরেলবী আলাইহির রাহমাহ এর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল সুন্নী সংগঠন "অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম; এর নেতৃত্বে পশ্চিম বঙ্গের আলিমগণের পরিচানায় পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা "সুন্নী জগৎ" দেখার সুযোগ হল । আহামদুলিল্লাহ, পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় গম্বুজে রাজা চমকাচ্ছে । নাচিজ নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারলাম যে পত্রিকার বিষয় বস্তু খুব সুন্দর । রবতাবারক ওয়াতায়ালার নিকট এটাই দোওয়া যে পশ্চিম বঙ্গের সুন্নী ওলামায়ে কেরামগণকে আরও বেশী দ্বিনের খিদমাত ও সেবা করার তাওফীক ও রাফিক দান করুণ । এবং "সুন্নী জগৎ" পত্রিকাকে চিরস্থায়িত্ব দান করুণ । আহবাবে আহলে সুন্নাত এর নিকট বিশেষ অনুরোধ যেন নিজে এই পত্রিকাখানির সদস্য হন এবং অপরকে সদস্য করেন । আমীন ইয়া রাব্বালা আলামীন ফাক্বাদাওয়া সালাম ।

ফাকীর মহম্মদ তাওসীফ রাজাখাঁন
খাদেম মারকাজে আহলে সুন্নাত বেরেলী, ইউ. পি.

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিম্নলিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১৫) মাদ্রাসায়ে গাওসিয়া, দান্য, পান্ডেবেশ্বর বর্ধমান।
১৬) মাদ্রাসায়ে আজিজীয়া রেজবীয়, আওপাড়া, নদীয়া।
১৭) মাদ্রাসা আহ্‌লে সুন্নাত, গুলসী, বর্ধমান ।
১৮) মাদ্রাসা ইসলামিয়া সুন্নীয়া,. কুখড়া, বীরভূম।
১৯) মাদ্রাসা আনিসুল গুরাবা, বাঁশাপাড়া, বীরভূম।
২০) দারুল উলুম আলিমিয়া, পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভূম

মাদ্রাসায়ে নুরীয়া মুস্তাফাবিয়, কাশিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা ভগবানগোলা মুর্শিদাবাদ
মাদ্রাসা আজিজীয় রাহীমীয়া মাদাপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ ।
মিসবাহুল উলুম পমাইপুর, বোরেলীপাড়া, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ ।
আথরা বেলাইপাড়া মুশিদাবাদ, পঃ বঃ ।
দারুল উলুম আশরাফিয়া, সরদারপাড়া, সমসপুর, উত্তর দিনাজপুর
ডাঃ আসাদুজ্জামান (বাচ্চু), সমসপুর বাজার, হিকমত, উঃ দিনাজপুর ।

অন্যান্য সংস্থা

আঞ্জুমানে আহলে সুন্নাত, কালিয়া চক, মালদা ।
রেজা দারুল ইফতা, ইসলামপুব, মুর্শিদাবাদ ।
মুফতি বুক হাউস, ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
রেজা লাইব্রেরী, নজরুল পল্লী নলহাটী, বীরভূম ।
নুরী বুক ডিপো, গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
সাঈদ বুক ডিপো, নিউ মার্কেট কালিয়াচক, মালদা।
রেজবী বুক ডিপো, ষ্টেশন পাডা, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ ।
কালিমী বুক ডিপো, সোনালী মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা ।
ক্বারী আব্দুস সাত্তরের বিবাহ রেজিষ্ট্রি অফিস, জলঙ্গী ।

সুন্নীজগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

- ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা "সুন্নী জগৎ" পত্রিকায় স্থান পাবে।
- লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য--১২টাকা।
- বাৎসরিক সডাক--৫০টাকা।
- লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা :

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
সম্পাদক 'সুন্নী জগৎ'
পোঃ নশিপুর বালাগাছি, ভগবানগোলা
মুর্শিদাবাদ, পিন--৭৪২১৬৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহনীয়।

নিম্নলিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) মাদ্রাসা গাওসিয়া রেজবীয়া (এম, আরবী ইউনির্ভাসিটি) -- গাড়ীঘাট রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
২) মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া (মোজাওওয়াজা আরবী ইউনিভার্সিটি) সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ।
৩) মাদ্রাসয়ে কালিমিয়া সেরাজুল উলুম, দরিয়াপুর, মালদহ্
৪) মাদ্রাসায়ে আশ্‌রাফিয়া রেজবীয়া, নলহাটি, বীরভূম।
৫) মাদ্রাসায়ে ফাসিহিয়া খালতিপুর, মালদহ।
৬) মাদ্রাসা ক্বাদেরিয়া আলিপুর, কালিয়া চক, মালদহ্।
৭) অচিন্‌তলা মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদহ্।
৮) মাদ্রাসায়ে ফুরক্বানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া, নশিপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৯) মাদ্রাসায়ে গাওসিয়া, পোন কামরা, দঃ ২৪পরগনা।
১০) বারিউল উলুম, কুমার সান্ডা, বীরভূম।
১১) গাওসিয়া আজিজীয়া, ফুলসহরী, মুর্শিদাবাদ।
১২) গাওসিয়া ইনজিলিয়া, নয়া গ্রাম হরিশপুর।
১৩) মাদ্রাসায়ে এম. আর. দারুল ঈমান নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ
১৪) মাদ্রাসায়ে নূরীয়া ইসলামিয়া, শামপুর, উঃ দিনাজপুর।

মুদ্রণে : বাপ্পা ষ্ট্যাম্প সেণ্টার (সগুয়া), ফোন : ০৩৪৮৩-২৫৬৮১৪, অক্ষর বিন্যাস : মজুমদার প্রিন্টার্স (প্রভাষ), ফোন : ০৩৪৮৩-২৫৫১১২